বিল্‌স শ্রম সংবাদ

জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০১৯

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শোভন কাজ

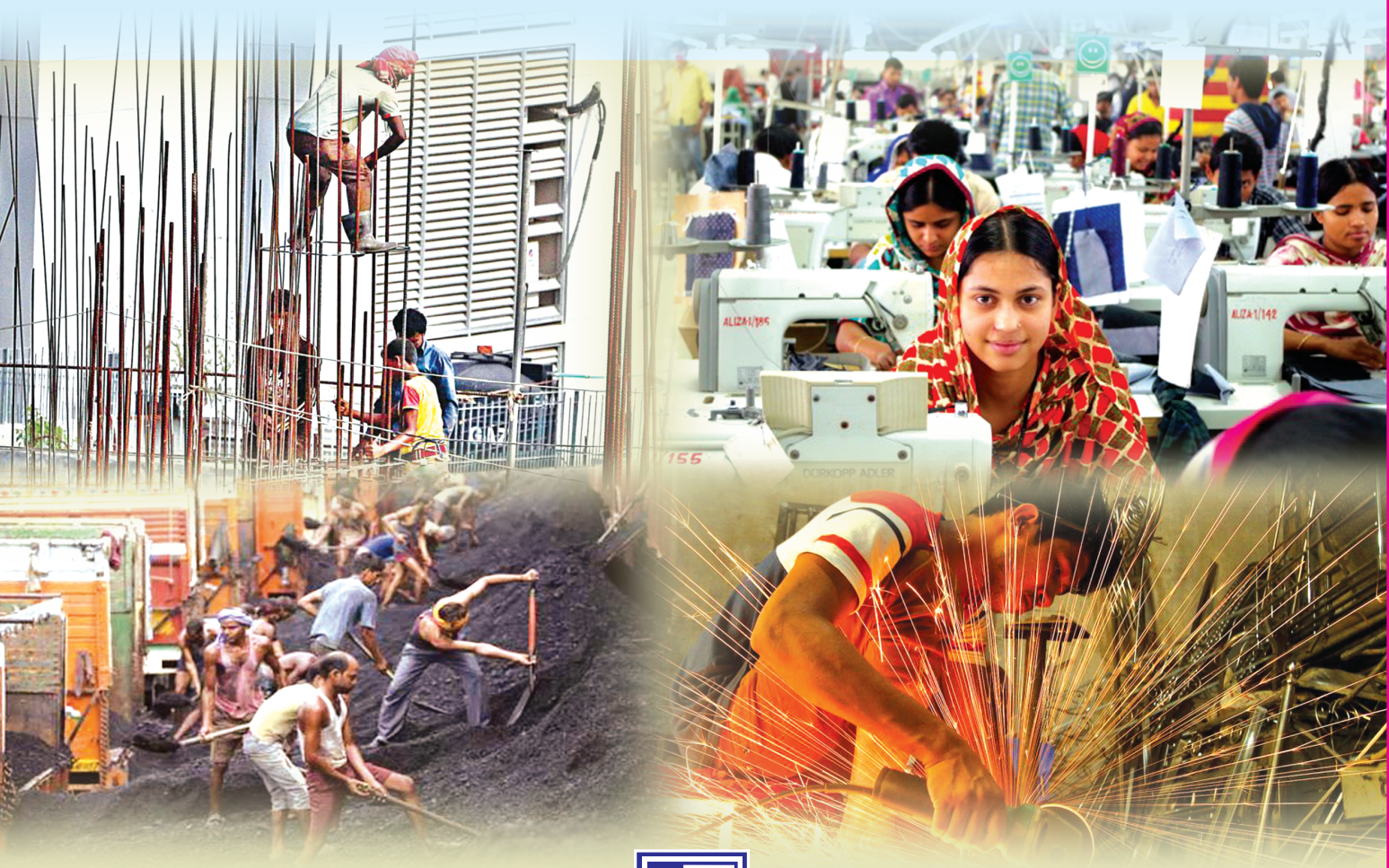

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

সম্পাদকীয়

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে ২০১৮ সাল। নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রও এগিয়ে গেছে যথারীতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমবাজারের উত্থান-পতন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, নির্যাতন ও শ্রম অসন্তোষের একাধিক ঘটনাও ঘটেছে।

নতুন বছরের শুরুতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিল্‌স প্রকাশ করেছে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে "শ্রম পরিস্থিতি ২০১৮"। জরিপে দেখা গেছে ২০১৮ সালে কর্মক্ষেত্রে নিহত হয়েছে ১০২০ জন শ্রমিক এবং আহত হয়েছে ৪৮২ জন শ্রমিক। ২০১৭ সালে নিহতের সংখ্যা ছিল ৭৮৪ জন আর আহতের সংখ্যা ছিল ৫১৭ জন। অর্থাৎ ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে শ্রমিক মৃত্যুর হার বেড়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী গত বছর ৩৩৪ টি শিল্প বিরোধের ঘটনা ঘটে। ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৩৭ টি।

সরকারিভাবে ২০১৯ সালের শুরুতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। এর মধ্যে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সমন্বয় করেছে সরকার। ইপিজেড শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে "ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৯" পাশ করেছে সরকার।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ার পর নিরাপন নামে আবার ফিরেছে পোশাক খাতের সংস্কার বিষয়ক মার্কিন নেতৃত্বাধীন উত্তর আমেরিকা ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি বা অ্যালায়েন্স।

জানুয়ারি- এপ্রিল মাসে বিল্‌স এর বিভিন্ন উদ্যোগ, কর্মসূচি ও সহযোগিতার মধ্যে ছিল ইন্টারন্যাশনাল কোমেমরেশন ডে ২০১৯ উপলক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং শোভন কাজ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ, শ্রমিকের পেশাগত ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং মজুরি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন সেমিনার, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের উন্নয়ন শীর্ষক উচ্চতর প্রশিক্ষণ, গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা, চট্টগ্রামে ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভা, রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় বছর স্মরণে সংবাদ সম্মেলন ইত্যাদি।

অদূর ভবিষ্যতে অধিকার, ন্যায্য মজুরি, বৈষম্যহীন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সহ সকল প্রাসঙ্গিক অধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা
সম্পাদক

বিল্‌স শ্রম সংবাদ
জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০১৯

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান
মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স
নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ
মেসবাহউদ্দীন আহমেদ
অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম
শহীদুল্লাহ চৌধুরী
রওশন জাহান সাথী

সম্পাদক
মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন অর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ
তৌহিদ আহমেদ

মূদ্রণঃ
প্রিন্ট টাচ
৮৫/১, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইলঃ reza@bornee.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়িঃ ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইলঃ bils@citech.net
ওয়েবঃ www.bilsbd.org

সূচী

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শোভন কাজ	৪
শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনে শ্রমিকদের সমর্থন লাগবে ২০%	৮
'নিরাপন' নামে ফিরলো অ্যালায়েন্স	৯
আইএলও'র প্রতিবেদন: কর্মঘণ্টা বেশি বাংলাদেশি শ্রমিকদের	১০
চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বেশি ঝুঁকিতে পাঁচ খাত	১১
আন্দোলনে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মজুরি সমন্বয়	১২
বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিল্‌স জরিপ-২০১৮	১৩
শ্রমিকের পেশাগত ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন সেমিনার	১৭
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন	১৮
ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের উন্নয়ন শীর্ষক উচ্চতর প্রশিক্ষণ	১৮
ট্রেড ইউনিয়নের কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা	১৯
বিল্‌স এর উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিষদের যৌথসভা	১৯
গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা	২০
মৎস্য শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মশালা	২০
পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সংকট ও সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনার	২১
ঢাকা মহানগরীর রিক্সা-ভ্যানচালকদের জীবনযাত্রা, অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক সম্মেলন	২২
তরুণ শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে গুরুত্বারোপ	২৪
বিল্‌স/ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন	২৫
ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সেক্টর প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা	২৫
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের সাথে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প বিষয়ক সভা	২৬
জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভা	২৬
রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় বছর স্মরণে সংবাদ সম্মেলন	২৭
চকবাজার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে মানববন্ধন	২৮
রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় বছর স্মরণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন	২৮
তাজরীন গার্মেন্টস-এর অগ্নিকান্ডের ছয় বছর স্মরণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও মানববন্ধন	২৯
পেশা পরিচিতি: মৃৎ শিল্প এবং কুমার	৩০
শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৩২

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন:

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শোভন কাজ

২৮ এপ্রিল ইন্টারন্যাশনাল কোমেমরেশন ডে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পেশাগত দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের স্মরণে প্রতি বছর এ দিবসটি পালন করা হয় । ২৮ এপ্রিল একটি আন্তর্জাতিক দিবস হয়ে ওঠে, যখন ১৯৯৬ সালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে গ্লোবাল ইউনিয়ন প্রতিনিধি দল কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় আহত-নিহত-অসুস্থ-পঙ্গু শ্রমিকদের স্মরণ করতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে এবং এর মাধ্যমে নিরাপদ ও টেকসই কর্মক্ষেত্র ও শোভন কাজের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

এর পর থেকে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রতিবছর ২৮ এপ্রিলকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন করছে। আইটিইউসি এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আইএলও এই দিনটিকে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে সমর্থন দিচ্ছে । বিশ্বের ১০০ টিরও বেশি দেশে ট্রেড ইউনিয়নসমুহ ২৮ এপ্রিল বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই দিবসটিকে পালন করে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে দিনটি পালন করা হয়।

নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মর্যাদাকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও বিশেষ গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করা হয়। বিল্‌স এর উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল, ২০১৯ ইন্টারন্যাশনাল কোমেমরেশন ডে উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বিল্‌স এর উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রসমুহে ২০১৮ সালে প্রকাশিত শোভন কাজ, কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা ও সহিংসতায় শ্রমিক হতাহতের সংবাদ ভিত্তিক সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান। সভাপতিত্ব করেন বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমিরুল হক আমিন, নইমুল আহসান জুয়েল, মোঃ কবির হোসেন, তৌহিদুর রহমান, আব্দুল ওয়াহেদ প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে পোশাক শিল্পকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, এ শিল্প দেশের জিডিপিতে শতকরা ১৮ ভাগ অবদান রাখে এবং গত বছর রপ্তানি আয়ের মধ্যে ৮৩ দশমিক ৪৯ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে, সুতরাং এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং টেকসই উন্নয়ন ধরে রাখতে হলে শ্রমিকদের বাঁচার মতো মজুরি, জীবন

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি এবং বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ

ধারনের পরিবেশ, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ, শ্রমিকের মর্যাদা এবং শোভন কাজ নিশ্চিত করতে হবে। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গার্মেন্টস্ এর সাব কন্ট্রাক্ট কারখানার শ্রমিকরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করছেন। অনেক কারখানার অবকাঠামোগত পরিবর্তন হলেও ভেতরের কাজের পরিবেশের পরিবর্তন অনেকাংশে অপরিবর্তনীয়। এই খাতের ২২ শতাংশ নারী শ্রমিককে এখনও শারীরিক, মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। এই নির্যাতনের পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যা যেমন বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাব, প্রতিকূল পরিবেশে ইত্যাদি শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল শ্রম আইন সংশোধন। তবে বর্তমান সংশোধনীতে শ্রমিক স্বার্থের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি বলে মন্তব্য করা হয়। ইপিজেড আইনের কথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, একই দেশে দুটি শ্রম আইন থাকা সমীচীন নয়। বক্তারা তৈরী পোশাক শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া পোশাক শ্রমিকদের যে ডাটাবেইজ করা হয়েছে তা বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ'র আওতায় না রেখে সরকারের অধীনে রাখার দাবী জানানো হয়।

বিলস্ এর সংবাদপত্র জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনায় ৩ জন শ্রমিক নিহত ও ১৮ জন শ্রমিক আহত হন। দুর্ঘটনার পরিমাণ কমলেও ২০১৮ সালে এ খাতের শ্রমিকদের উপর সহিংসতার পরিমাণ বেড়েছে যা সংখ্যায় মোট ১১০টি, যার মধ্যে ২৬ টি নির্যাতন, ২১ টি হত্যা, ১১টি ধর্ষণ এবং ৯টি গণধর্ষণ এর মতো ঘটনা রয়েছে। এছাড়া ২০১৮ সালে শুধু পোশাক শিল্প খাতে ১২৩ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে এবং এতে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ২৯৮ জন শ্রমিক। শুধু মাত্র বকেয়া বেতন আদায়ের দাবীতেই ৫৪ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। এছাড়াও শ্রমিক মৃত্যু, বিনা নোটিসে কারখানা বন্ধ, কারখানা পুণরায় চালু, ন্যায্য মজুরি ও শ্রম অধিকার আদায় করার দাবীতেও শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয়।

শোভন কাজ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান,যুগ্ম মহাসচিব,বিল্‌স

২০২৪ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে স্থান লাভের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর সেই লক্ষ্য অর্জনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সফলভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তথা এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ৮ নং লক্ষ্য সবার জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করা। আইএলও'র এশিয়া প্রশান্ত মহসাগরীয় ১৬তম আঞ্চলিক সম্মেলনে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পূরণে শোভন কাজকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। আইএলও'র মতে, যে কর্মসংস্থান শ্রমিকের ন্যায্য আয়, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত উন্নয়নের সম্ভাবনা,পারিবারিক-সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, তা-ই শোভন কাজ।

শোভন কাজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেয়, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করে, অর্থনীতিতে গতি আনে ও টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। শোভন কাজ বাস্তবায়ন করা গেলে শ্রমিকের জীবন মান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশে আয় বৈষম্য কমানো সম্ভব। এসডিজিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে শোভন কাজ বাস্তবায়ন তথা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ও আয় বৈষম্য কমানো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম উৎস তৈরি পোশাক শিল্প, যা দেশের জিডিপিতে শতকরা ১৮ ভাগ অবদান রাখে। এ খাতে শ্রম দিচ্ছে প্রায় ৩৫ লাখ শ্রমিক, যাদের মধ্যে শতকরা ৮৩% নারী শ্রমিক। শ্রমঘন এ খাতে শোভন কাজের পরিস্থিতি এবং এ শিল্পের শ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিতের লক্ষ্যে কী ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে 'তৈরি পোশাক শিল্পে শোভন কাজের পরিস্থিতি পর্যালোচনা' বিষয়ক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের শ্রম আইন সংশোধন, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবী ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা এবং ২০১৯ সালের শুরুতে পুনরায় মজুরি সংশোধন এবং এর পাশাপাশি শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ নিয়েই এই প্রতিবেদন।

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও শ্রম অসন্তোষ

শোভন কাজের অন্যতম পূর্ব শর্ত হল শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র। বাংলাদেশে প্রতি বছরই কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ও নানা ধরণের সহিংসতায় হতাহত হন তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কাজ শুরু করে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার কর্মস্থল নিরাপদ করতে জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ) গ্রহণ করে। গত পাঁচ বছরে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স যথাক্রমে ৯০ ও ৯৩ শতাংশ সহযোগী কারখানার সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে। ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভের অধীনে মূল্যায়নকৃত তৈরি পোশাক কারখানাগুলির সংস্কার কাজ পরিচালনা করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এর অধীনে একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় সেল (আরসিসি) স্থাপন করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় এখন পর্যন্ত ৩৮ শতাংশ কারখানার সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব সংস্কার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কারখানাগুলো শ্রমিকদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ না হলেও পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে ঝুঁকিমুক্ত। তবে গার্মেন্টস এর সাব কন্ট্রাক্ট কারখানার শ্রমিকরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করছেন। অনেক কারখানার অবকাঠামোগত পরিবর্তন হলেও ভেতরের কাজের পরিবেশের পরিবর্তন অনেকাংশে অপরিবর্তনীয়। এই খাতের ২২ শতাংশ নারী শ্রমিককে এখনও শারীরিক, মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। এই নির্যাতনের পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যা যেমন বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাব, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি প্রতিকূল পরিবেশের কারণে পোশাক শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ একটি প্রশ্নাতীত বিষয়। ২০১৮ সালে কর্মস্থলে অস্বাস্থ্যকর পানি পানের জন্য ৩৫ জন পোশাক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একজন শ্রমিক অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

২০১৮ সালে অন্যান্য বছরের তুলনায় পোশাক শিল্প খাতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার ছিল অনেক কম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহের প্রচেষ্টা এবং কারখানা মালিকদের সচেতনতার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৮ সালে বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি পোশাক শিল্প খাতে। তবুও ২০১৮ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনায় ৩ জন শ্রমিক নিহত ও ১৮ জন শ্রমিক আহত হন। দুর্ঘটনার পরিমাণ কমলেও ২০১৮ সালে এ খাতের শ্রমিকদের উপর সহিংসতার পরিমাণ বেড়েছে যা সংখ্যায় মোট ১১০টি, যার মধ্যে ২৬ টি নির্যাতন, ২১ টি হত্যা, ১১টি ধর্ষণ এবং ৯টি গণধর্ষণ এর মতো ঘটনা রয়েছে।

এছাড়া ২০১৮ সালে শুধু পোশাক শিল্প খাতে ১২৩ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে এবং এতে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ২৯৮ জন শ্রমিক। শুধু মাত্র বকেয়া বেতন আদায়ের দাবীতেই ৫৪ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। এছাড়াও শ্রমিক মৃত্যু, বিনা নোটিসে কারখানা বন্ধ, কারখানা পুণরায় চালু, ন্যায্য মজুরি ও শ্রম অধিকার আদায় করার দাবীতেও শ্রম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল শ্রম আইন সংশোধন। শ্রমিকদের জন্য উৎসব ভাতা, শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, নারী শ্রমিকদের প্রসূতি ছুটি, মালিক-শ্রমিক-সরকারের ত্রিপক্ষীয় পরিষদ, ছয় মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি, ২৫ জন শ্রমিক হলে কারখানায় খাবার কক্ষের বিধান রেখে ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর 'বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনী -২০১৮' গেজেট আকারে প্রকাশ পায়। এতে মালিক ও শ্রমিকদের বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিও কমানো হয়েছে। তবে এই আইনটি ইপিজেড এলাকার কারখানার জন্য প্রযোজ্য নয়। বর্তমান শ্রম আইনে ৩৫৪টি ধারা রয়েছে। সংশোধিত আইনে নতুন দুটি ধারা, চারটি উপধারা ও আটটি দফা সংযোজন এবং ছয়টি উপধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে।

১৪ বছরের নীচের শিশুদেরকে শ্রমে নিয়োগ করার বিধান রহিত, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে ২০% শ্রমিকের সমর্থনের বিধান, অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা ৫৫ দিন করা, মানসম্পন্ন অসৎ শ্রম আচরণ বিষয়ক তদন্ত, এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন, শ্রমিকদের ধর্মঘট আয়োজনের জন্য ৫১ ভাগ শ্রমিকের সমর্থনসহ ২০১৮ সালের সংশোধনীতে শ্রমিক স্বার্থ ও অধিকারের দিক থেকে বেশকিছু ইতিবাচক বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে।

তবে, শ্রমিকের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে, সামাজিক বীমা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার বিধান, কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ন্যূনতম মানদন্ড নির্ধারণ, শ্রমিকের অসৎ আচরণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান এবং অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ-সুবিধার বিধান আরো সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া দরকার। অধিকন্তু, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহতদের পুনর্বাসনের বিধানও শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত হওয়া দরকার।

তৈরি পোশাক শিল্পে মজুরি

শোভন কাজ নিশ্চিত করার সাথে মজুরির বিষয়টি বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের মজুরি তুলনামুলকভাবে কম হওয়ায় দেশের পোশাক শ্রমিকরা শোভন জীবন-যাপন করতে পারেন না এবং অনেক সময় জীবন ধারণ ব্যয় মেটাবার জন্য তারা খাবারের খরচ কমাতে বাধ্য হন। ২০১৮ সাল জুড়ে এই শিল্পের শ্রমিকদের মূল দাবী ছিল ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি ১৬-১৮

হাজার টাকা হলেও তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আট হাজার টাকা নির্ধারণ করে ২০১৮ সালের ২৫ নভেম্বর গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয় সেখানে। কিন্তু ওই মজুরি কাঠামোর কয়েকটি গ্রেডে মজুরি কমে যাওয়ার অভিযোগ জানিয়ে গত ৬ জানুয়ারি থেকে ঢাকা ও আশপাশের গার্মেন্টস অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিক্ষোভ শুরু করে পোশাক শ্রমিকরা। এছাড়া অনেক কারখানায় নির্ধারিত সময়ে নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন হয়নি বলেও শ্রমিকদের অভিযোগ রয়েছে।

সংগঠনের অধিকার ও চাকুরীর নিরাপত্তা

সামাজিক সংলাপ, শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৈরি পোশাক শিল্পের মোট ৭১৫টি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত প্রায় ৩৫ লাখ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ২ লাখ ৬৬ হাজার ৩শ ৫১ জন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এই খাতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৭ দশমিক ৬১ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত।

এছাড়া পোশাক খাতের শ্রমিকদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ খাতে শ্রমিকের চাকুরীর নিরাপত্তা একেবারে নেই বললেই চলে। শ্রমিকের চাকুরীকাল সম্পূর্ণ নিয়োগকারীর ইচ্ছাধীন একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছরই যেকোন শ্রমিক অসন্তোষে কিংবা অন্যায়ভাবে শ্রম অধিকার লঙ্ঘন করে শ্রমিকদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে গড়ে ওঠা বিজেএমইএ এর কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারের আওতায় রয়েছে ৩৭ লাখ শ্রমিক। এই তথ্যভান্ডারের মাধ্যমে শ্রমিকদের সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকে যার ফলে দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক আহত বা নিহত হলে সহজেই তা চিহ্নিত করা যায়। তবে অভিযোগ রয়েছে যে, এই তথ্যভান্ডার এর মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় গার্মেন্টস কারখানায় শ্রম অসন্তোষের সাথে জড়িতদেরকে চিহ্নিত করা হয় এবং সে অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। সুতরাং, তথ্য ভান্ডারটি একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অপরদিকে এটি শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তাকে অনেকাংশে বিঘ্নিত করছে।

সমান সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তা

সমান সুযোগ ও সম-আচরণের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্পে বৈষম্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এ খাতে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে নারীরা পিছিয়ে আছেন। এই খাতের শ্রমিকদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ নারী হলেও এক স্তর ওপরে লাইন চীফ ও সুপারভাইজার পদের কর্মীদের মধ্যে নারীর হার মাত্র ৪ শতাংশ। পদোন্নতির পাশাপাশি বৈষম্য রয়েছে মজুরির ক্ষেত্রে। এই খাতে কর্মরত বেশিরভাগ নারী শ্রমিক মজুরি বৈষম্যের শিকার।

পোশাক শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা তেমন জোরদার না হওয়ায় এই খাতের নারী শ্রমিকরাই বিভিন্নভাবে হয়রানীর শিকার হন। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ৭৪ শতাংশ নারী শ্রমিক অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হন। এছাড়া কারখানার ভেতর নারী শ্রমিকরা মৌখিক, মানসিক, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হন। এছাড়া শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে শ্রমিক কল্যাণ ফান্ডের কেন্দ্রীয় তহবিলে ঠিকমত অর্থ জমা হয় না। এক্ষেত্রে তৈরি পোশাকের সব ধরণের রপ্তানির বিপরীতে শতকরা তিন পয়সা হারে কর্তনের নিয়ম মানে না অনেক ব্যাংক।

কাজ, পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পোশাক খাতে শ্রমিকদের ৪০ শতাংশই বিষন্নতায় ভোগেন, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এই শিল্পের ওপর। গত ৫ বছরে পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও শ্রমিকের জীবন মান খুব বেশি বাড়েনি বা খুব বেশি উন্নয়নও হয়নি। এছাড়া প্রতিকূল কাজের পরিবেশ, একটানা পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধার অভাব এই খাতের শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে অনেকাংশে ব্যাহত করছে।

এমতাবস্থায় তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের শোভন কাজ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সমন্বিত করে মূল দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। শ্রমিকদের শোভন জীবনমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ক্ষেত্রে আলোচনার পথ প্রশস্ত করে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার মধ্য দিয়ে 'বৈশ্বিক জবাবদিহিতামূলক সরবরাহ ব্যবস্থা কাঠামো' (Global Accountability Framework) গড়ে তুলতে হবে, যার মধ্য দিয়ে তৈরী হতে পারে শোভন কাজ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মালিক, শ্রমিক, সরকার এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডসমূহের দায়বদ্ধতা।

ইপিজেড শ্রম আইন পাস:

শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনে শ্রমিকদের সমর্থন লাগবে ২০%

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নের আদলে 'শ্রমিক কল্যাণ সমিতি' গঠনে শ্রমিকদের সমর্থনের হার ২০ শতাংশ করে নতুন আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংসদ কাজে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম বিল-২০১৯' সংসদে পাসের প্রস্তাব করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়।

এর আগে বিলের ওপর দেওয়া জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে পাঠানো এবং সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি করেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিলটি সংসদে তোলেন মন্ত্রী মোজাম্মেল হক। পরে বিলটি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পরীক্ষা করে সংসদে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বিলটিতে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। পরে এটি অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়। সেই অধ্যাদেশটি আইন করতে সংসদে বিল তোলা হল।

শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের জন্য আগে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন লাগত, নতুন আইনে সেটা ২০ শতাংশ করা হয়েছে। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনের বিধান রাখা হয়েছে। আগে সেটা তিন-চতুর্থাংশ ছিল।

ইপিজেড এলাকায় ১১ সদস্যের মজুরি বোর্ড গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান সরকার নিযুক্ত হবেন। বোর্ডে ইপিজেড কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। বোর্ডে মালিক বা শ্রমিক পক্ষ প্রতিনিধি না দিলে বোর্ড নিজ বিবেচনায় প্রতিনিধি মনোনীত করবে।

বিলে বলা হয়েছে অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা প্রত্যেক বছরের জন্য ৪৫ দিনের মূল মজুরি পাবেন। বিলে মালিক সমিতি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন জোনে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকরা সম্মত হয়ে মালিক সমিতি গঠন করতে পারবে।

শ্রমিক, নিয়োগ, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরি হার নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিধান করতে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিক কল্যাণ সমিতির গঠনতন্ত্র শ্রমিকরা নিজেরা করতে পারবেন, সেই বিধান রাখা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে দাখিল করা কোনো আবেদনপত্র বা অন্য কোনো দলিলে মিথ্যা বিবৃতি দিলে জেল-জরিমানার সম্মুখীন হবেন। ওই ব্যক্তি মালিক হলে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে ৩ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড পাবেন। আর শ্রমিক হলে ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন। বিলে বলা হয়েছে, কোনো শ্রমিক আইন না মেনে ধর্মঘট বা লক-আউট করলে ৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ছয় মাসের কারাদন্ড হবে।

'নিরাপন' নামে ফিরলো অ্যালায়েন্স

কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ার পর 'নিরাপন' নামে আবার ফিরলো পোশাক খাতের সংস্কার বিষয়ক মার্কিন নেতৃত্বাধীন উত্তর আমেরিকা ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি বা অ্যালায়েন্স। ২৯ এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই নতুন মঞ্চের ঘোষাণা দেন স্থানীয় ও বিদেশি অংশীজনরা।

'নিরাপন' নামে আগের মতোই তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা ভবনের কাঠামো, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা তদারক করা হবে। তবে এবার কাজের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করা একটি কোম্পানির (তৃতীয়পক্ষ) মাধ্যমেই বেশিরভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। নমুনা হিসেবে ১০ থেকে ২০ শতাংশ কারখানা সরাসরি পরিদর্শনে যাবেন জোটের কর্মকর্তারা। এ ছাড়া সরাসরি কোনো কারখানার সঙ্গে এবার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন না করার নীতি নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, নিরাপনের এদেশীয় স্বতন্ত্র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমি খান ও ব্রান্ড প্রতিষ্ঠান ওয়াল মার্টের প্রতিনিধি ও নিরাপনের বোর্ড সদস্য মার্কো রেইজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে এ পর্যন্ত যা অর্জিত হয়েছে তাকে টেকসই করার লক্ষ্যে স্থানীয় অংশীজনের মাধ্যমে নিরাপন তার কার্যক্রম চালাবে। ২০টিরও বেশি তৈরি পোশাক খাতের ক্রেতার সমন্বয়ে এই নিরাপন। তিনি বলেন, নিরাপন কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা নয়। বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে ফ্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। আমাদের লক্ষ্য হলো ব্রান্ডের নেতৃত্বে বাংলাদেশের আইনের ভিত্তিতে নিরাপত্তা তদারকি এবং ব্রান্ডের সদস্য কোম্পানিগুলোর জন্য রিপোর্টিং করা।

মৌসুমি খান বলেন, তৈরি পোশাক খাতের বিশ্বের বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে নিরাপন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ব্রান্ডের কাছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর এই ব্রান্ডগুলো গত ছয় বছরের অর্জিত নিরাপত্তাকে আরও টেকসই করতে চায়। এপর্যন্ত নিরাপনের অধীনে ২১ ব্রান্ড এবং ৬০০টির বেশি কারখানা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, অ্যালায়েন্সের সফল সংস্কার প্রচেষ্টার কারণে যে নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিরাপন। শ্রমিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকবে। তবে নিরাপন মডেল হবে মৌলিকভাবে ভিন্ন।

মার্কো রেইজ বলেন, রানা প্লাজার পর অর্জিত নিরাপত্তাকে টেকসই করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হলো শ্রমিকদের নিরাপত্তা। তাই আমরা ব্রান্ড, কারখানার মালিক, সরকার বিজিএমইএসহ অংশীজনদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার সুরক্ষা দিতে।

নিরাপদ এবং আবাসন– এই দুই অর্থ একসঙ্গে বোঝাতে 'নিরাপন' নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধকের কার্যালয় (আরজেএসসি) থেকে নিবন্ধন নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা যন্ত্রপাতির পরিবেশক প্রতিষ্ঠান অ্যালিভিয়েটের অধীনেই আপাতত কাজ চলছে। রাজধানীর গুলশানে নতুন অফিস থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

নিরাপনের অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে, শ্রমিকদের নিরাপত্তা উন্নয়নে তাদের জন্য প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া। শ্রমিকদের যে কোনো সমস্যা সমাধানে হেল্পলাইন সেবা অব্যাহত রাখা। এ ছাড়া গত পাঁচ বছরের সংস্কার অগ্রগতিকে টেকসই করার লক্ষ্যে স্থানীয় সামর্থ্য বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে এবার।

ঢাকায় সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন এফ মরিয়ার্টি অ্যালায়েন্সের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। একই দায়িত্বে উপদেষ্টা হিসেবে নিরাপণের সঙ্গেও আছেন তিনি। অ্যালায়েন্সের ২৯ ক্রেতার মধ্যে ২১ ক্রেতা এ পর্যন্ত নিরাপণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এর যাবতীয় ব্যয় জোগান দিচ্ছেন ক্রেতারাই। এর আগেও মেয়াদের শেষ দিকে সেইফটি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (এসএমও) নামে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে। তবে শেষ পর্যন্ত তা আর সফল হয়নি।

গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় অ্যালায়েন্স। এর আগে বর্ধিত ছয় মাসসহ পাঁচ বছরের মিশন সফলভাবে শেষে করে জোটটি। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়নে একই বছরের জুনে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন, খুচরা ক্রেতা ও ব্র্যান্ডের সমন্বয়ে অ্যালায়েন্স গঠিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত ওয়ালমার্ট, জেসিপেনি, টার্গেটের মতো ২৯টি ব্র্যান্ড ছিল এই জোটে। জোটের ক্রেতাদের পোশাক সরবরাহ করে এ রকম ৬০০ কারখানার প্রাথমিক পরিদর্শনে ভবনের কাঠামো, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়। পরে ত্রুটির ধরন অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ওই সব কারখানার সংস্কার কাজ শেষ করা হয়। সংস্কার অগ্রগতি সম্পর্কে অ্যালায়েন্সের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ থেকে বাংলাদেশের পোশাক খাত এখন সবচেয়ে নিরাপদ। তবে বিদায়ের সময়েও বিভিন্ন কারখানার ৭ শতাংশ সংস্কার শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে যায়।

আইএলও'র প্রতিবেদন

কর্মঘণ্টা বেশি বাংলাদেশি শ্রমিকদের

International Labour Organization

বাংলাদেশের উৎপাদনশীল খাত অর্থাৎ কলকারখানার ৪৫ শতাংশের বেশি শ্রমিককে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি শ্রম দিতে হয়। সে অনুযায়ী তারা পান না বাড়তি বেতনভাতা বা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা। প্রতিযোগী ও সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশ কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েতনামে এ হার কম।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক ২০১৯' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, উৎপাদনশীল খাতের পাশাপাশি বাংলাদেশের ৩৫ শতাংশের বেশি পরিবহন শ্রমিককে নির্ধারিত কর্মঘণ্টার অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। এদিক থেকে ওই ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ওপরে আছে কেবল মঙ্গোলিয়া।

আইএলওর 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক ২০১৯' শীর্ষক প্রতিবেদনটি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯তারিখে বিশ্বজুড়ে প্রকাশ করা হয়। এবারের এই প্রতিবেদনে শ্রমিকের কর্মসংস্থানের মানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিম্নমানের কর্মসংস্থান বৈশ্বিক শ্রমবাজারের জন্য এখন মূল সমস্যা। বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ নিম্নমানের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ কারণে ২০১৮ সালে বিশ্বজুড়ে ৩৩০ কোটি কর্মরত মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা ছিল না। তাঁরা সমান সুযোগ পাননি। পর্যাপ্ত পণ্য ও সেবা কেনার সক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে বাজার সেবায় অস্থায়ী শ্রম বণ্টন কমে আসছে ও একই শ্রেণিভুক্ত হয়ে ওঠছে। তবে এখনো কিছু দেশে পরিবহন, গুদামজাতকরণ, যোগাযোগ, বাসস্থান ও খাদ্যসেবার মতো খাতে শ্রম বণ্টনের হার এখনো বেশিই আছে। এমনকি বাজার বহির্ভূত সেবাগুলোতেও অবস্থা একই রকম। মোট নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মীর প্রায় ২০ শতাংশের মতো সাময়িক সময়ের কাজ করে থাকেন। সাময়িকভাবে কর্মী সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে।

আইএলওর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে সংস্থাটির উপমহাপরিচালক ডেবোরাহ গ্রিনফিল্ড বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৮ নম্বর লক্ষ্যে শুধু কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা নয়, সেখানে মানসম্মত কাজের কথাও বলা হয়েছে। সমান সুযোগ ও শোভন কাজ এসডিজি অর্জনের দুটো মূল ভিত্তি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, একটা কাজ পাওয়া মানেই শোভন জীবনধারণের সুযোগ, অনেক দেশেই বিষয়টি সে রকম নয়। অনেকেই বাধ্য হয়ে নিম্নমানের কাজ করে। অনেকেই খুব কম মজুরি পায়। সামাজিক সুরক্ষা বলতে কিছু থাকে না, থাকলেও সেটা নগণ্য। আইএলও জানিয়েছে, ২০১৮ হিসাবে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশে চার ভাগের এক ভাগের বেশি কর্মরত শ্রমিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে।

আইএলওর প্রতিবেদনে দিনে ৮ ঘণ্টা করে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে তাকে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশে লাখ লাখ শ্রমিককে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়। শ্রমিকের বড় অংশই এখনো চাকরির নিরাপত্তা, লিখিত চুক্তি, আয়ের স্থিতিশীলতার অভাবে ভোগেন।

আইএলওর প্রতিবেদনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে বলা হয়েছে, অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন এ অঞ্চলের দেশগুলোতে বড় অংশের শ্রমিককে কৃষি থেকে শিল্পে নিয়ে এসেছে। এতে পুরো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে কমেছে দরিদ্রতার হার। তবে সবচেয়ে বেশি কমেছে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে। তবে নিয়ম মানার অভাব ও বড় আকারে যথাযথ কাজের স্বল্পতার কারণে দরিদ্রতার হার একেবারে কমছে না। সব মিলিয়ে পুরো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে দরিদ্রসীমার নিচে রয়েছেন ২২ শতাংশ বা ৪১ কোটি শ্রমিক। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় এই মাত্রা বেশি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বেশি ঝুঁকিতে পাঁচ খাত

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারনে আগামী ১২ বছরে বিশ্বে প্রায় ৮০ কোটি লোক তাদের চাকরি হারাবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই ঢেউ এসে লাগবে বাংলাদেশেও। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে দেশের তৈরি পোশাক খাতসহ পাঁচটি খাতে। এ ছাড়া পর্যটন, আসবাবপত্র, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ও চামড়াশিল্পেও ডিজিটাইজেশনের কারণে প্রচুর অদক্ষ কর্মী চাকরি হারাবে। এর মধ্যে শুধুমাত্র পোশাক খাতেই ৬০ শতাংশ কর্মী চাকরি হারাবে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও দক্ষতা উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

১২ জানুয়ারি ২০১৯ তথ্য-প্রযুক্তি পরামর্শক ও সফটওয়্যার সলিউশন কম্পানি ইজেনারেশন আয়োজিত 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব-আমরা কি প্রস্তুত?' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় এসব আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়। মহাখালীর ব্র্যাক ইন অডিটরিয়ামে ইজেনারেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান শামীম আহসানের সভাপতিত্বে গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসীর, এটুআইয়ের (অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন) প্রকল্প পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান এবং এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশনের (অ্যাসোসিও) সদ্য বিদায়ী সভাপতি আবদুল্লাহ এইচ কাফি।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ই জেনারেশনের পরিচালক (ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন) মুশফিক আহমেদ । এরপর প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিস এ খান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাইমুজ্জামান মুক্তা, বিডাব্লিউআইটির সভাপতি লাফিফা জামাল, বুয়েট আইইইইর চেয়ারম্যান প্রফেসর সেলিয়া শাহনাজসহ দেশের বিভিন্ন খাতের কর্তাব্যক্তিরা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে সম্প্রতি পাঁচটি খাতের ওপর জরিপের ফলাফল তুলে ধরে এটুআইয়ের প্রকল্প পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, পোশাক শিল্পে সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ মানুষ চাকরি হারাবে। এছাড়া পর্যটন খাতে ২০ শতাংশ কর্মী (ছয় লাখ), চামড়া শিল্পে ৩৫ শতাংশ কর্মী (এক লাখ), কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ছয় লাখ, আসবাবপত্র শিল্পে ১৪ লাখ মানুষ চাকরি হারাবে।

তিনি বলেন, আটলান্টায় চীনের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে একটি কারখানা এসেছে, যারা প্রতিদিন এডিডাস স্পোর্টসের আট লাখ টি-শার্ট উৎপাদন করছে। বাংলাদেশে যারা এ কাজটি করত তারা এই কাজটি হারিয়েছে। রোবট যখন রোবট তৈরি করবে তখন প্রকৌশলীরা, চালকবিহীন গাড়ি এলে ড্রাইভাররা চাকরি হারাবেন। এই ঝুঁকিকে সম্ভাবনায় পরিণত করতে হলে এমন শিক্ষাব্যবস্থা ও দক্ষতা দিতে হবে, যা কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়ক হয়।

ইন্ডাস্ট্রিতে কী ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা লাগবে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় নেই। আমাদেরকে ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার দক্ষতার ফারাক কমাতে কাজ করতে হবে।

শামীম আহসান বলেন, স্থানীয় তথ্য-প্রযুক্তি কম্পানিগুলো সর্বশেষ প্রযুক্তি যেমন ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি সলিউশন তৈরি করার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায় রয়েছে। আইডিয়া থেকে উৎপাদনের জন্য 'নেক্সট প্রোডাকশন হাব' হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদেরকে চীনের সেনজেনের মতো বর্ধনশীল ইকোসিস্টেম তৈরি করতে হবে। বিশ্বে যেভাবে কাজের ধরন পাল্টে যাচ্ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, আমাদেরকে স্থিতিশীল নেতৃত্ব, বদলিযোগ্য দক্ষতা, উদ্ভাবনী মনোভব এবং মানুষের উপযোগীকরণের পেছনে বিনিয়োগ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোস্তাফা জব্বার বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের গৃহীত নানা পদক্ষেপ যেমন একটি বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ ডিজিটাল রূপান্তরে সরকারের অন্যান্য পদক্ষেপ বিশ্বের নানা দেশ অনুকরণ করছে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমরা এই বিপ্লবের জন্য আবশ্যক তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা ও জনবল তৈরিতে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছি। এ ছাড়া ডিজিটাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করাও অগ্রাধিকার হিসেবে আছে।'

ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসীর বলেন, 'আমরা যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব টেকসই উন্নয়নকে গতিশীল করবে। স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, অ্যানালাইটিকস এবং আইওটি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পায়নে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

আবদুল্লাহ এইচ কাফি বলেন, 'তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে আমাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। তিন-চার বছরের মধ্যে আমাদেরকে সাইবার সিকিউরিটির জন্য নীতিমালা ও অবকাঠামোগত ফ্রেমওয়ার্ক নিশ্চিত করতে হবে।'

মুশফিক আহমেদ বলেন, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা পরবর্তী শিল্প বিপ্লব আলোচিত শব্দের চেয়েও অনেক কিছু। বিশ্বে কানেক্টেড ম্যানুফ্যাকচারিং অথবা স্মার্ট ফ্যাক্টরির আইডিয়া দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বাংলাদেশেও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ভালোভাবে শুরু হয়েছে। ভোক্তা এবং ব্যবসাগুলো এআই, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ব্লকচেইন, ডাটা অ্যানালাইটিকস ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রযুক্তি গ্রহণ করছে। উন্নত অর্থনীতির বাংলাদেশের দিকে অগ্রযাত্রায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উন্নয়নের ধাপগুলোকে দ্রুতগতিতে টপকে যাওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে।

আন্দোলনে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মজুরি সমন্বয়

টানা শ্রমিক বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সর্বশেষ মজুরি কাঠামোর ছয়টি গ্রেড সংশোধন করেছে সরকার। ১৩ জানুয়ারি ২০১৮ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মালিক-শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংশোধিত মজুরি অনুযায়ী প্রথম গ্রেডের একজন কর্মী সব মিলিয়ে ১৮ হাজার ২৫৭ টাকা মজুরি পাবেন। ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে এই গ্রেডের মজুরি ছিল ১৩ হাজার টাকা। ২০১৮ সালে নতুন মজুরি কাঠামোর গেজেটে তা ১৭ হাজার ৫১০ টাকা করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় গ্রেডের সর্বমোট মজুরি ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ৪১৬ টাকা। ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে এই গ্রেডের মজুরি ১০ হাজার ৯০০ টাকা এবং ২০১৮ সালের গেজেটে তা ১৪ হাজার ৬৩০ টাকা করা হয়েছিল।

তৃতীয় গ্রেডের সর্বমোট মজুরি ঠিক হয়েছে ৯ হাজার ৮৪৫ টাকা, যা ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে ৬ হাজার ৮০৫ টাকা এবং ২০১৮ সালের গেজেটে ৯ হাজার ৫৯০ টাকা করা হয়েছিল।

চতুর্থ গ্রেডের সর্বমোট মজুরি ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৩৪৭ টাকা। ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে এই গ্রেডের মজুরি ৬ হাজার ৪২০ টাকা ছিল। ২০১৮ সালের নতুন কাঠামোর করা হয়েছিল ৯ হাজার ২৪৫ টাকা।

পঞ্চম গ্রেডে সর্বমোট মজুরিধরা হয়েছে ৮ হাজার ৮৭৫ টাকা, যা ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে ৬ হাজার ৪২ টাকা এবং ২০১৮ সালের গেজেটে ৮ হাজার ৮৭৫ টাকা ছিল।

ষষ্ঠ গ্রেডের সর্বমোট মজুরি ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৪২০ টাকা। ২০১৩ সালের মজুরি কাঠামোতে তা ছিল ৫ হাজার ৬৭৮ ঠাকা। আর ২০১৮ সালে মজুরি কাঠামোর গেজেটে তা বাড়িয়ে ৮ হাজার ৪০৫ টাকা করা হয়েছিল।

তবে সপ্তম গ্রেডের মজুরি সব মিলিয়ে আট হাজার টাকাই রাখা হয়েছে। ২০১৩ সালের কাঠামোতে সর্বনিম্ন গ্রেডের মজুরি ছিল ৫৩০০ টাকা।

সভা শেষে বানিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, সংশোধিত এই কাঠামো ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকেই কার্যকর ধরা হবে। বর্ধিত অংশের টাকা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।

বৈঠকে উপস্থিত শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন সংশোধিত মজুরি কাঠামোকে স্বাগত জানিয়ে শ্রমিকদের কাজে ফেরার আহ্বান জানান।

আর গার্মেন্ট মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছে, ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা শ্রমিকদের মেনে নিতে হবে। এর পরেও যদি কেউ কাজে যোগ না দেয়, তাহলে শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের বেতন দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আট হাজার টাকা নির্ধারণ করে ২০১৮ সালের ২৫ নভেম্বর গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয় সেখানে। কিন্তু ওই মজুরি কাঠামোর কয়েকটি গ্রেডে মজুরি কমে যাওয়ার অভিযোগ জানিয়ে গত ৬ জানুয়ারি থেকে ঢাকা ও আশপাশের গার্মেন্ট অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিক্ষোভ শুরু করে পোশাক শ্রমিকরা। অনেক কারখানায় নির্ধারিত সময়ে নতুন মজুরি কাঠামো বাস্তবায়ন হয়নি বলেও শ্রমিকদের অভিযোগ রয়েছে।

শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গত ৯ জানুয়ারি শ্রম সচিব আফরোজা খানকে প্রধান করে ১২ সদস্যের পর্যালোচনা কমিটি করে শ্রম মন্ত্রণালয়। সেখানে মালিক পক্ষের পাঁচজন, শ্রমিক পক্ষের পাঁচজন ছাড়াও বাণিজ্য সচিবকে সদস্য করা হয়।

পরদিন ওই কমিটির প্রথম বৈঠক শেষে শ্রম সচিব আফরোজা খান বলেন, নতুন কাঠামোর সাতটি গ্রেডের মধ্যে ৩, ৪ ও ৫ নম্বর গ্রেড নিয়ে শ্রমিকদের আপত্তি তারা আমলে নিয়েছেন এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে তারা সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আন্দোলনকারী শ্রমিকদের অভিযোগ ছিল, ২০১৩ সালে যখন সর্বশেষ মজুরি বাড়ানো হয়, তখন তৃতীয় গ্রেডে মূল মজুরি হয় ৪ হাজার ৭৫ টাকা। প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধির পর ওই গ্রেডের একজন শ্রমিকের মূল মজুরি এখন ৫ হাজার ২০৪ টাকা হওয়ার কথা। আর নতুন কাঠামোতে তৃতীয় গ্রেডের মূল মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে ৫ হাজার ১৬০ টাকা। শ্রমিকদের এই হিসাবে তৃতীয় গ্রেডে মজুরি কমেছে ৪৪ টাকা; একইভাবে চতুর্থ গ্রেডের মূল মজরি ৭৯ টাকা এবং পঞ্চম গ্রেডে ১৬৪ টাকা বেড়েছে। অথচ সপ্তম গ্রেডে নতুন শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে ২ হাজার ৭০০ টাকা।

সংশোধিত মজুরি কাঠামোতে দেখা যায়, সংশোধনে সবচেয়ে বেশি মজুরি বেড়েছে দ্বিতীয় গ্রেডে। নভেম্বরে ঘোষিত গেজেটের তুলনায় এই গ্রেডের মূল মজুরি বেড়েছে ৭৮৬ টাকা। আর প্রথম গ্রেডে বেতন বেড়েছে ৭৪৭ টাকা।

যে তিনটি গ্রেড নিয়ে শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি আপত্তি ছিল, সেই ৩, ৪ ও ৫ নম্বর গ্রেডে ডিসেম্বরের গেজেটের তুলনায় বেতন বেড়েছে যথাক্রমে ২০, ১০২ ও ২৫৫ টাকা। এছাড়া ষষ্ঠ গ্রেডে ডিসেম্বরের গেজেটের তুলনায় ১৫ টাকা বেতন বেড়েছে।

তিনটির বদলে ছয়টি গ্রেড পর্যালোচনার কারণ ব্যাখ্যা করে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, "১০ তারিখে যখন আলোচনা হয়েছিল তখন শুধু ৩, ৪, ও ৫ নম্বর গ্রেড নিয়ে আলোচনার করার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বললাম যে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত করব, তাহলে ৬ কেন বাদ যাবে। এজন্য আমরা ছয়টি গ্রেড সমন্বয় করে দিয়েছি।"

বিল্‌স সংবাদ

বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি, শ্রমিক আন্দোলন, কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা শোভন কাজ ও শ্রমবাজার সংক্রান্ত বিল্‌স জরিপ-২০১৮

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি জরিপ প্রকাশ করে। জরিপে শ্রমিক আন্দোলন, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা এবং নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে তৈরি পোশাক শিল্পে। এ শিল্পের ন্যূনতম মজুরি আন্দোলনের বড় একটি কারণ বলে লক্ষ্য করা গেছে।

শিল্প সম্পর্ক এবং শ্রমিক আন্দোলন:

২০১৮ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৩৩৪ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ১২৩ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। এর মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিক আন্দোলনের কারণ ছিল ন্যূনতম মজুরি ঘোষনাকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ৪৬ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে মিডিয়া খাতে। পরিবহন খাতে ঘটে ৩২ টি, শিক্ষা খাতে ১৬ টি, পাটকল শিল্পে ১৬টি, স্বাস্থ্য খাতে ১৪টি, বিদ্যুৎ খাতে ৯টি, বিড়ি শিল্পে ৮টি, সিটি কর্পোরেশনে ৭টি এবং চা শিল্পে ৬ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে এসময় একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয় তৈরি পোশাক খাতে । এছাড়া ৩৮৮ জন শ্রমিক আহত হয়, এরমধ্যে ২১৬ জন পুরুষ এবং ১৭২ জন নারী শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। এ খাতে ১২৬ জন পুরুষ এবং ১৭২ জন নারী শ্রমিক আহত হয়। এছাড়া পরিবহন খাতে ৭৫ জন এবং পাটকল শিল্পে ১৪ জন শ্রমিক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

জরিপ অনুযায়ী শ্রমিক অসন্তোষের মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার এবং তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ১৪৮ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। বকেয়া বেতনের দাবিতে ৯০টি, দাবি আদায়ে ৩৮ টি, কারখানা বন্ধের কারনে ২০টি এবং কম মজুরির কারনে ১৭টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

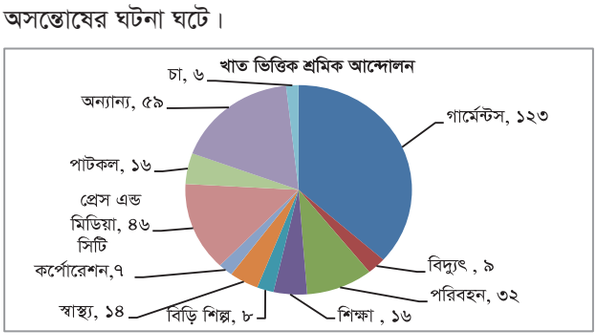

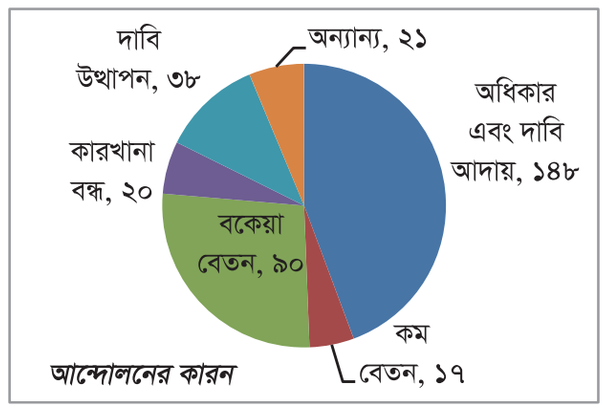

শ্রমিক নির্যাতন:

জরিপ অনুযায়ী ২০১৮ সালে নির্যাতনে ৭৬৪ জন শ্রমিক হতাহতের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ২৭৯ শ্রমিক খুন বা হত্যার শিকার হয়, নির্যাতনে আহত হয় ২৬৩ জন শ্রমিক, ১৭০ জন শ্রমিক নিখোঁজ হয় এবং ৩১ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে বেশি মৎস্য খাতে ১৬৬ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়। এরমধ্যে ১৪৬ জন শ্রমিক নিখোঁজ হয়, ১৯ জন আহত এবং ২ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নির্যাতনের ঘটনা

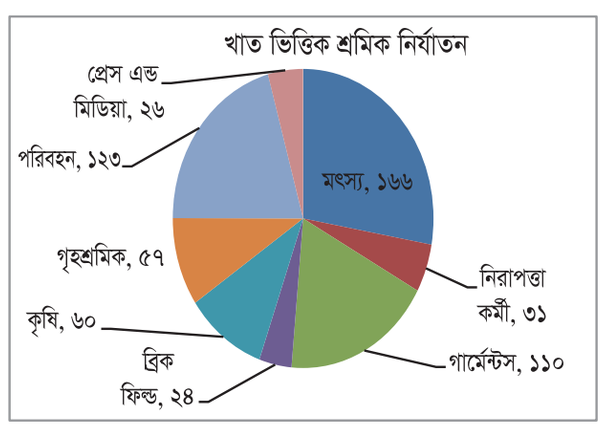

ঘটে পরিবহন সেক্টরে ১২৩ জন। এর মধ্যে ৯১ জন শ্রমিক নিহত, ২৯ জন আহত, দুই জন আত্মহত্যা এবং একজন নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে। তৈরি পোশাক শিল্পের ১১০ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়। এরমধ্যে ৩২ জন নিহত, ৬৩ জন আহত, ৪ জন

নিখোঁজ এবং ১১ জন আত্মহত্যা করে। কৃষি খাতে ৬০ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়। এরমধ্যে ২৯ জন নিহত, ২৭ জন আহত, ৬ জন নিখোঁজ এবং ১ জন আত্মহত্যা করে। ৫৭ জন গৃহশ্রমিকের উপর নির্যাতন করা হয়, এদের মধ্যে ১৮ জন নিহত, ৩৫ জন আহত এবং ৪ জন আত্মহত্যা করে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে দেখা গেছে নির্যাতনের শিকার শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে পুরুষ শ্রমিক ৫৯৩ জন। এরমধ্যে ২২৭ জন নিহত, ১৭৩ জন আহত, ১৬৯ জন নিখোঁজ এবং ১৭ জন আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে ১৬৯ জন নারী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়। এদের মধ্যে ৫২ জন নিহত, ৯০ জন আহত এবং ১৪ আত্মহত্যা করে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

কর্মক্ষেত্র দূর্ঘটনা:

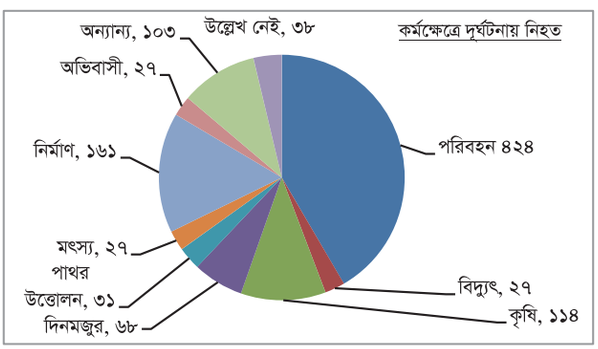

জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনায় বিভিন্ন খাতে ১০২০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এরমধ্যে ১০০২ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি নিহতের ঘটনা ঘটে পরিবহন খাতে ৪২৪ জন, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে নির্মাণ খাতে ১৬১ জন, তৃতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে কৃষি খাতে ১১৪ জন, দিনমজুর ৬৮ জন, পাথর উত্তোলনে ৩১ জন, মৎস্য খাত, অভিবাসী শ্রমিক এবং বিদ্যুৎ খাতে ২৭ জন করে শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে। এছাড়া অন্যান্য খাতগুলোতে যেমন জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, চালকল শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, চা শিল্প, হকার, নৌ পরিবহন সেক্টরে ১০৩ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে। অন্যান্য খাতে ৩৮ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে সংবাদপত্রে শ্রমিক উল্লেখ করা হলেও কোন সেক্টরে কাজ করতেন তার উল্লেখ ছিল না।

২০১৭ সালের কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে পরিবহন খাতে ২০১৮ সালেও সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ২০১৭ সালে পরিবহন খাতে ৩০৭ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে আর ২০১৮ সালে এ সেক্টরে ৪২৪ জন শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যা ২০১৭ সালের তুলনায় ১১৭ জন বেশি ।

এর পরেই রয়েছে নির্মাণ খাত। ২০১৭ সালের মতো ২০১৮ সালেও এই খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ২০১৭ সালে নির্মাণ খাতে দূর্ঘটনায় ১৩১ জন শ্রমিক নিহত হয় আর ২০১৮ সালে নিহত হয় ১৬১ জন শ্রমিক। এ জরিপ প্রমাণ করে যে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের জীবনের ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা সর্ম্পকে সচেতন না এবং এবং তাদের নিয়োগকারী কতৃপক্ষও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করছে না। শ্রমিকদের ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রদান এবং ব্যবহার বাধ্যতামুলক করলে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি অনেকাংশে কমে আসবে।

২০১৮ সালে কৃষি খাতে ১১৩ শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বজ্রপাতে নিহতের সংখ্যাই বেশী। তবে চালকল, তৈরি পোশাক শিল্প, জাহাজ ভাঙ্গা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক নিহতের ঘটনা তুলনামুলক কমেছে। ২০১৮ সালে এ সব খাতে যথাক্রমে ৫ জন, ৩ জন এবং ১৫ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটেছে। আর ২০১৭ সালে এ সমস্ত খাতে যথাক্রমে ২০ জন, ১৬ জন এবং ২১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল।

অন্যদিকে ২০১৮ সালে কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনায় বিভিন্ন সেক্টরে ৪৮২ জন শ্রমিক আহত হয়েছে, এদের মধ্যে ৩৪ জন নারী শ্রমিক। নির্মাণ সেক্টরে সর্বোচ্চ ১০৭ জন শ্রমিক আহতের ঘটনা ঘটে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক আহতের ঘটনা ঘটে পরিবহন সেক্টরে ৬৯ জন, দিনমজুর ৩৭ জন, তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক ১৮ জন, ইলেকট্রিসিটি সেক্টরে ১০ জন, পাথর উত্তোলনে ১৯ জন, স্টিল মিলে ১৯ জন, মৎস্য খাতে ১৩ জন, পাটকল শিল্পে ১২জন এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে ১০ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া কৃষি, অভিবাসী, পাথর উত্তোলন, নৌ-পরিবহন, কয়লা খনি, গণমাধ্যমসহ অন্যান্য সেক্টরে আরো ৯৫ জন শ্রমিক এবং সংবাদপত্রে "শ্রমিক" শব্দটি উল্লেখ থাকলেও তাদের কর্মক্ষেত্রের কথা উল্লেখ ছিল না এমন ৭৭ জন শ্রমিক আহতের ঘটনা ঘটে।

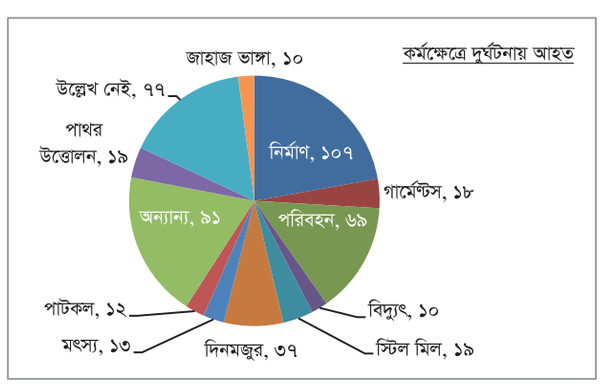

জরিপ অনুযায়ী ২০১৭ সালের তুলনায় আহতের সংখ্যা ২০১৮ সালে কিছুটা কমছে। ২০১৭ সালে আহতের সংখ্যা ছিল ৫১৭ জন। তবে নির্মাণ এবং পরিবহন সেক্টরে ২০১৮ সালে আহতের সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৭ সালে এ দুটি সেক্টরে আহত শ্রমিকের

সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯২ এবং ৪৮ জন। অন্যদিকে তৈরি পোশাক শিল্পে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে শ্রমিক আহতের সংখ্যা অনেক কমেছে, ২০১৭ সালে এ খাতে আহত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন। একইভাবে পাথর উত্তোলন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প, হোটের রেস্টুরেন্ট, দিনমজুর এবং চাল কল সেক্টরেও শ্রমিক আহতের সংখ্যা কমেছে। ২০১৭ সালে এ সেক্টরগুলোতে যথাক্রমে ১৩, ২১, ১৫, ৫৪ এবং ২৯ জন শ্রমিক আহত হয়েছিল। এছাড়া নারী শ্রমিক আহতের ঘটনাও ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে অনেক কমেছে। ২০১৭ সালে কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনায় ১০৯ জন নারী শ্রমিক আহত হয়েছিল।

নিখোঁজ শ্রমিকের সংখ্যা ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে অনেক বেড়েছে। ২০১৮ সালে ৭৯ জন শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে যেখানে ২০১৭ সালে নিখোঁজ হওয়া শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন। মৎস্য খাতে এ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৬৪ জন শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে যা ২০১৭ সালে ছিল মাত্র ২ জন।

২০১৮ সালে মোট ১১৯০ টি দূর্ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনার কারণ হিসেবে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি দূর্ঘটনার কারন ছিল সড়ক দূর্ঘটনা ৬৫০ টি, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটে ১৩৪ টি, বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে ১২৪ টি, উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে ৭৯টি, বিল্ডিং ধসের ঘটনা ঘটে ৪৮ টি, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা ঘটে ২৬টি, অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে ২৩ টি এবং বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ২২টি। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে সড়ক দূর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, বিস্ফোরণ এবং ভবন ধসের ঘটনা বেশি ঘটেছে।

পেশাগত অসুস্থতার ক্ষেত্রে গত বছর কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পানি পান করে একটি ঘটনায় ৩৫ জন শ্রমিক অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং অতিরিক্ত কাজের কারণে একজন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে।

জরিপ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে গত বছর ৩৩৮ জন অভিবাসী শ্রমিক বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩২৬ জন নির্যাতনে আহত, ৭ জন নিহত এবং ২ জন অপহৃত হয়েছেন।

গত বছর কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত ছিল পরিবহন, নির্মাণ, তৈরি পোশাক ও মৎস্য খাত। এছাড়া গত বছর তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ইস্যুতে প্রায় সারা বছরই শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে গত বছর মৎস্য শ্রমিকরা অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। মৎস্য শ্রমিকরা অধিকাংশই অপহরণের শিকার হয়ে নির্যাতিত হয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মধ্যে গৃহশ্রমিকদের অবস্থা আগের মতই রয়েছে। গৃহশ্রমিকদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ এবং রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা আগের তুলনায় বেড়েছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র দূর্ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় পরিবহন সেক্টরে ২০০৯ সালে সর্বনিম্ন ২৬ জন শ্রমিক নিহত হয় আর ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ৪২৪ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পরিবহন সেক্টরে শ্রমিক মৃত্যুর হার আগের বছরগুলোর তুলনায় কম ছিল। যেখানে ২০১০ সালে ২১৭ জন, ২০১১ সালে ২৫৬ জন, ২০১২, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে সমান ২৪৯ জন করে শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে।

১০ বছরে সর্বোচ্চ মৃত্যু পরিবহন এবং নির্মাণ সেক্টরে:

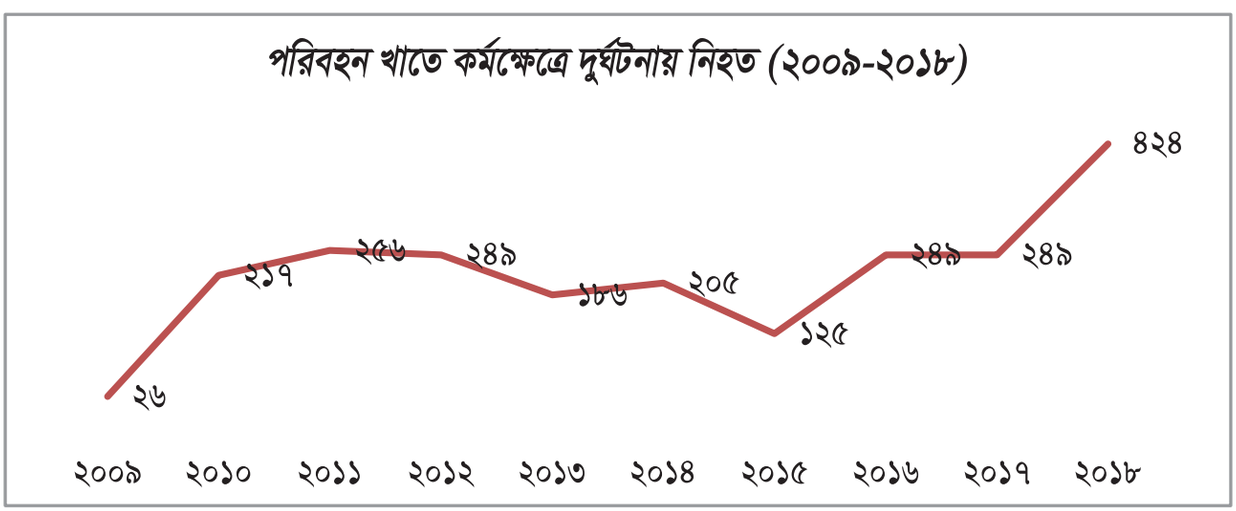

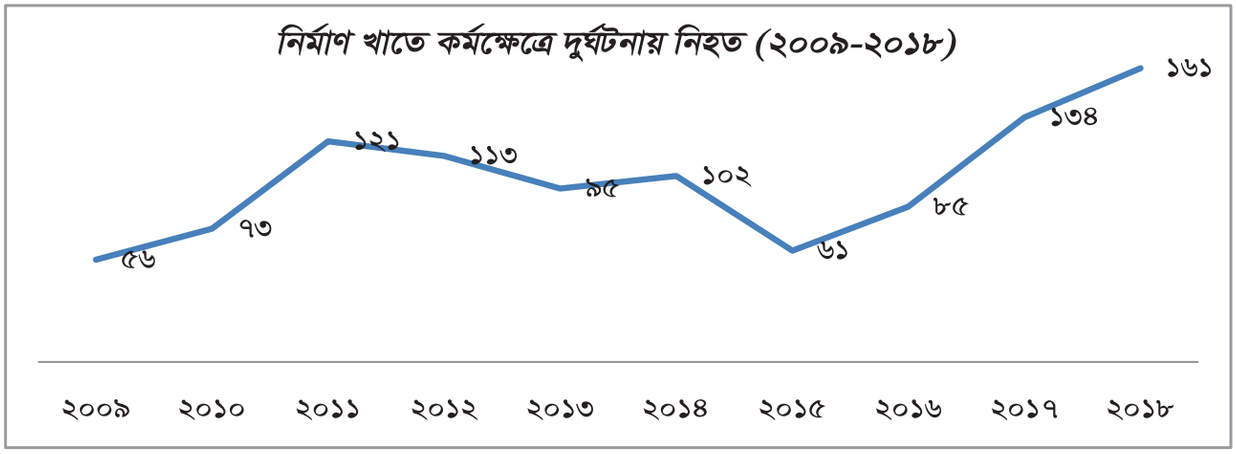

অন্যদিকে পরিবহন সেক্টরের মত নির্মাণ সেক্টরেও প্রতিবছর শ্রমিক নিহতের ঘটনা বাড়ছে। এখানেও ২০০৯ সালে সর্বনিম্ন ৫৬ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে এবং ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ১৬১ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে। নির্মাণ সেক্টরে ২০১০ সালে ৭৩ জন, ২০১১ সালে ১১১ জন, ২০১২ সালে ১১৩ জন, ২০১৩ সালে ৯৫ জন, ২০১৪ সালে ১০২ জন, ২০১৫ সালে ৬১ জন, ২০১৬ সালে ৮৫ জন এবং ২০১৭ সালে ১৩৪ জন শ্রমিক নিহতের ঘটনা ঘটে।

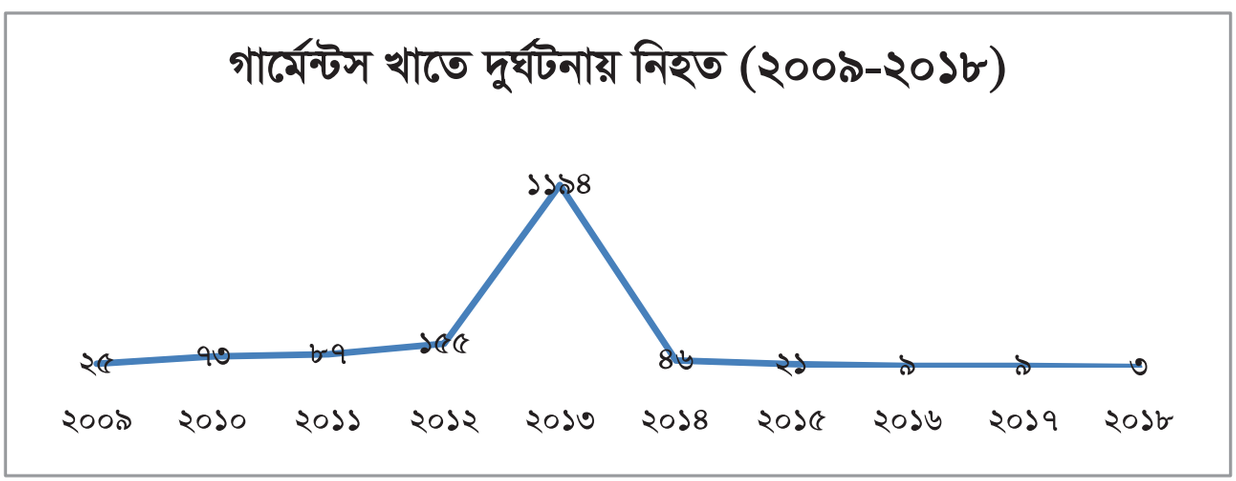

তৈরী পোশাক খাতে ২০০৯ সালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত হয় ২৫ জন। ২০১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫৫। ২০১৩ তে এই শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌঁছায় ১১৯৪ তে। ২০১৪ তে আবার ৪৬ এ নেমে আসার পর ক্রমে ২০১৮ তে ৩ এ নেমে আসে। মূলতঃ অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স সহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমুহের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন উদ্যোগের কারনে এটি সম্ভব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে সুপরিচিত হতে চলেছে। সেই লক্ষ্য পূরণে বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে যার মধ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম অংশ হিসেবে শোভন কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ লক্ষ্য পূরণে শ্রম বাজার, কর্মসংস্থান এবং কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতির উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার এবং তাদের প্রচারণায় শ্রমিক অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শ্রমিকের জন্য শোভন কাজ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া অন্তর্ভক্তিমুলক প্রবৃদ্ধি যেমন সম্ভব না, তেমনি অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন করাও সম্ভব না।

শ্রমিকের পেশাগত ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং মজুরি: বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় শীর্ষক গণমাধ্যম কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত

সংবাদকর্মীদের নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে তা দূর করে দ্রুত গেজেট প্রকাশ করা, সাংবাদিকদের হয়রানির প্রতিরোধে আইনী সুরক্ষা এবং ওয়েজ বোর্ড ঘোষণার পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিক ছাঁটাইয়ের

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ও ডিবিসি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরী

পুনরাবৃত্তি রোধের আহ্বান জানিয়েছেন সাংবাদিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স ও বাংলাদেশ লেবার রাইটস্ সাংবাদিক ফোরাম (বিএলআরজেএফ) এর যৌথ উদ্যোগে "শ্রমিকের পেশাগত ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং মজুরি: বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়" শীর্ষক গণমাধ্যম কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন সেমিনারে তারা এ কথা বলেন। ৩ এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে নেতৃবৃন্দ অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সাংবাদিকদের দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকা, নবম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আন্দোলন, নির্বিচারে সাংবাদিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ ও সকল সংবাদ মাধ্যমে ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে সাংবাদিকদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ও ডিবিসি টেলিভিশন চ্যানেলের চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য কামরুল আহসান। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও মজুরি বোর্ড সদস্য শামসুন্নাহার ভূইয়া, এমপি, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজের মহাসচিব এম আব্দুল্লাহ, সাবেক মহাসচিব আব্দুল জলিল ভূঁইয়া, ডিইউজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুদ্দুস আফ্রাদ, বাংলাদেশ লেবার রাইটস্ জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি কাজী আব্দুল হান্নান, প্রমুখ।

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮ সালে কর্মক্ষেত্রে সংঘটিত দুর্ঘটনা, শ্রমিক নির্যাতন, শ্রম অসন্তোষ, শোভন কাজ ও শ্রমবাজার বিষয়ে জাতীয় দৈনিকসমুহে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বিল্‌স একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী করেছে। ওরিয়েন্টেশন সেমিনারে শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সাংবাদিকদের জন্য গঠিত নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর উপ পরিচালক (তথ্য) মোঃ ইউসুফ আল মামুন এবং সংবাদকর্মীদের জন্য নবম ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা, বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিএলআরজেএফ এর সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান।

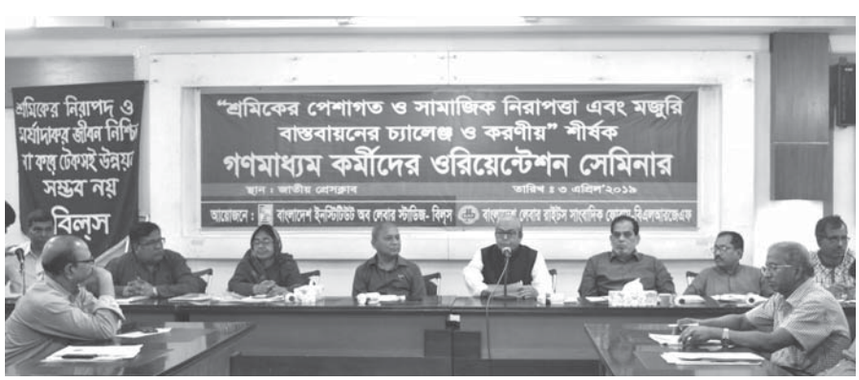

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহের মানববন্ধন, সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গৃহ শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের র‍্যালি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহের উদ্যোগে ৮ মার্চ ২০১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

'নারী গৃহশ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় চাই নীতি বাস্তবায়ন ও আইন প্রণয়ন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত গৃহশ্রমিক সমাবেশ ও র‍্যালি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫' বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সর্বোপরি তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নির্যাতন-সহিংসতা বন্ধ এবং ন্যায্য মজুরি, ক্ষতিপূরণ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'কে আইনে পরিনত করার দাবি জানান।

এছাড়া 'নারী বান্ধব কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন চাই' এ স্লোগানকে সামনে রেখে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ ও ইন্ড্রাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের, মিরপুর এবং নারায়ণগঞ্জ ক্লাস্টার কমিটির উদ্যোগে ও বিল্‌স এর ব্যবস্থাপনায় প্রেসক্লাবের সামনে সকাল ১০টা থেকে ১০.৩০ টা পর্যন্ত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

পাশাপাশিবিল্‌স সহযোগী জাতীয় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নারী কমিটির উদ্যোগে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মানববন্ধন ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম এর উদ্যোগে ৭ মার্চ ২০১৯ বিকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও মোমবাতি প্রজ্জলন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিসমুহে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় গৃহশ্রমিক সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, জাতীয় মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক সামসুন্নাহার ভূইয়া, এমপি, জাতীয় গাহর্স্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবুল হোসাইন, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন, আইবিসি ঢাকা মিরপুর ক্লাস্টার কমিটির সমন্বয়কারী আমিরুল হক আমিন, নারায়ণগঞ্জ কমিটির সমন্বয়কারী হেদায়েতুল ইসলাম সহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন এলাকার প্রায় দুই শতাধিক গৃহশ্রমিক।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের উন্নয়ন শীর্ষক উচ্চতর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ

বিল্‌স-সামাজিক সংলাপ, জেন্ডার ইকুইটি ও শোভন কাজ প্রকল্পের উদ্যোগে এবং মনডিয়াল এফএনভি'র সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বের উন্নয়ন শীর্ষক চার দিন ব্যাপি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ১০-১১ ও ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

তৈরী পোষাক শিল্পে কর্মরত মাঠ পর্যায়ের সংগঠকদের শ্রম সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়াবলি ও ভবিষ্যত ঝুঁকি এবং করণীয় সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ও ইউনিয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এ প্রশিক্ষণের মুল উদ্দেশ্য।

স্কপভুক্ত ও বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের তৈরী পোষাক শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন/ ফেডারেশন এবং ইন্ডাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল এর অন্তর্ভূক্ত ফেডারেশন/ ইউনিয়নের অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি হতে মনোনয়নকৃত বিল্‌স আয়োজিত বুনিয়াদি ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ট্রেড ইউনিয়নের কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুতিয়া ইনিন

বিল্‌স এর সহযোগিতায়ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এবং এনসিসিডব্লিউই এর উদ্যোগে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা ১-২ এবং ৫-৬ এপ্রিল ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন, নীতি প্রণয়ন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলোর চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণের মাধ্যমেজাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্মার্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

এনসিসিডব্লিউই চেয়ারম্যান শাহ মোঃ আবু জাফরের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুতিয়াইনিন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইএলও-এ্যাকট্রাভ দক্ষিন এশিয়ার শ্রম বিশেষজ্ঞ সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, আইএলওর এসডিআইআর প্রজেক্টের চিফ টেকনিক্যাল অফিসার নিরান রামজুথান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান, শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক এনামুল হক, পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক যুগ্ম সচিব ড. মোস্তাইন বিল্লাহ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান সহ এনসিসিডব্লিউই অন্তর্ভূক্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমুহের নেতৃবৃন্দ, নারী ও যুব কমিটির প্রতিনিধি এবং আইএলও ও বিল্‌স কর্মকর্তাবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে শোভন কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তোমো পুতিয়াইনিন। তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শতবর্ষেও সামাজিক ন্যায় বিচার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের বিষয়ে কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে নীতিমালার মধ্যে টিসিসির ভূমিকা এবং ভবিষ্যতে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমের ক্ষেত্র তিনি ট্রেড ইউনিয়নের উন্নতির জন্য আইএলও সুপারভাইজারি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে বলেন, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইতিবাচক শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হবে।

আইএলও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক শ্রম বিশেষজ্ঞ সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় কর্মশালার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, অগ্রাধিকার এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বিল্‌স এর উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিষদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিষদের যৌথসভা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শহিদুল্লাহ চৌধুরী, রায় রমেশ চন্দ্র, কামরুল আহসান এবং আমিরুল হক আমিন, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ, মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ জাফরুল হাসান এবং ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, অর্থ সম্পাদক কোঃ কবির হোসেন, সম্পাদক আলাউদ্দিন মিয়া, আব্দুল কাদের হাওলাদার, নূরুল ইসলাম খান নাসিম এবং আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী পরিষদ সদস্য কুতুবউদ্দিন আহমেদ, শাকিল আক্তার চৌধুরী, পুলক

সভায় উপস্থিত বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

রঞ্জন ধর, উম্মে হাসান ঝলমল, নাসরিন আক্তার ডিনা এবং কাজী রহিমা আক্তার সাথী প্রমুখ।

গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স-সামাজিক সংলাপ, লিঙ্গ সমতা ও শোভন কাজ প্রকল্পের উদ্যোগে "বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প খাত এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন খাতে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের ভুমিকা পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী সুপারিশ প্রণয়ন" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা ২০ এপ্রিল ২০১৯ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমঘন তৈরি পোশাক শিল্প খাত এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ খাত-এ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প খাত এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন খাতে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের ভুমিকা পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী সুপারিশ প্রণয়ন" শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণাটির তৈরি পোশাক শিল্প খাতের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সাভার, গাজীপুর, রামপুরা, তোপখানা ও মিরপুর এলাকা থেকে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ খাতের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকা থেকে। স্কপ ও বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ এবং আইবিসি নেতৃবৃন্দের কাছে গবেষণা পত্রটি উপস্থাপন এবং এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নেতৃবৃন্দের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করার মাধ্যমে গবেষণা পত্রটিকে সমৃদ্ধ করাই ছিল কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে পরবর্তিতে গবেষণা পত্রটি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং ভবিষ্যত এডভোকেসি কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হবে।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য রায় রমেশ চন্দ্র এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল ইসলাম খান। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামীম আরা, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল আমিন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এম ফয়েজ হোসেন, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য শাকিল আক্তার চৌধুরী, আব্দুল ওয়াহেদ, পুলক রঞ্জন ধর এবং কাজী রহিমা আক্তার সাথী, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মহাসচিব সালাউদ্দিন স্বপন, বাংলাদেশ অ্যাপারেল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি তৌহিদুর রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের দপ্তর সম্পাদক সাহিদা পারভীন শিখা সহ বিল্‌স এবং স্কপভুক্ত জাতীয় ফেডারেশনসমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কর্মশালা

মৎস্য শ্রমিকের অধিকার এবং সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতীয়ভিত্তিক ধারাবাহিক এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা এবং কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-এবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "মৎস্য শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা : বিদ্যমান অবস্থা এবং উন্নয়নে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা ২৭ নভেম্বর, ২০১৮ দি ডেইলি স্টার সেন্টারের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এফইএস বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লোম, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেজাউল করিম, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য উম্মে হাসান ঝলমল, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ ও পুলক রঞ্জন ধর, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ

এ এম ফয়েজ হোসেন এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের মৎস্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং যুব ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

মৎস্য শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার কথা তুলে ধরে কর্মশালায় বক্তারা, মৎস্য শ্রমিকদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায় বন্ধ, তাদের জীবন রক্ষার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, দাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, সুদ ছাড়া সরকারিভাবে সাহায্য

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে কর্মশালায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

সহযোগিতার ব্যবস্থা করা, নিখোঁজ শ্রমিকদের খুঁজে বের করা এবং সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে যেসকল শ্রমিক পাশ্ববর্তী দেশসমূহে আটক আছেন তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, কমিউনিটি রেডিও চালুর ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেয়া, মৎস্য শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, নারী মৎস্য শ্রমিকদেরকে সুরক্ষার আওতায় আনা, মৎস্য শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে তাৎক্ষনিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে একটি মনিটরিং সেল তৈরি করা, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ন্যায় মৎস্য শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমুলক প্রকল্প গ্রহণ করা, পরিচয়পত্র দেয়ার বিধান থাকলে সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা, লাইফ জ্যাকেট, ওয়ারল্যাস বিতরণের ক্ষেত্রে মালিকদেরকে আগ্রহী করে তোলা, মৎস্য আহরণের ট্রলারে ট্র্যাকিং ডিভাইস সিস্টেম চালু করার বিষয়ে সুপারিশ করেন।

পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সংকট ও সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে "পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সংকট ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য সহিদুল্লাহ চৌধুরী। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেএমসি'র সাবেক মহাপরিচালক ও বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর মহাসচিব শহীদুল করিম, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোঃ আশরাফ হোসেন, মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সভাপতি খলিলুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, খুলনার পাট শ্রমিক নেতা মহিউদ্দীন আহমেদ, চট্টগ্রামের পাট শ্রমিক নেতা মাহবুবুল আলম, ডেমরার করিম জুট মিলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আবুল হোসেন, লতিফ বাওয়ানী জুট মিলের দেলোয়ার হোসেন, ইউএমসি জুট মিলের মোশারফ হোসেন, খুলনার ইস্পাহানী জুট মিলের মোঃ সোহনাব সহ পাটশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিল্‌স এর সহযোগী ও স্কপভুক্ত জাতীয় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, পাটকে সঠিকভাবে ছিনতে হবে, এর সঠিক ব্যবহার বুঝতে হবে। তারা বলেন, পাটকলের যন্ত্রাংশ অন্যান্য শিল্পের ন্যায় আধুনিকায়ন না হলে এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কমে আসবে। সম্ভাবনা বিশ্লেষণের পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে সক্ষমতা ও প্রবৃদ্ধির কথাও ভেবে দেখার পরামর্শ দেন বক্তারা। ভারতের এন্টিডাম্পিং এর ব্যাপারে সরকারকে সঠিক পথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, বেসরকারী ক্ষেত্রের সাফল্যকেও পাটখাতে কাজে লাগাতে হবে।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমএম আকাশ

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারকে বিবেচনা করলে দেখা যায় আমাদের পাট জাতীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদন করতে হবে। ভারতের তুলনায় আমাদের পাটপণ্যের রপ্তানী গত ছয় বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অগ্রগতিগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বাজার মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। পুরোনো কারখানাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হলে সঠিক পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এ জন্য বিএমআরই থেকে আমাদের সরে আসতে হবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কারখানা নির্বাচন করতে হবে। সরকার ঘোষিত মজুরি বাস্তবায়ন করতে গেলে দ্বিগুন বেতন দিতে গিয়ে বিজেএমসিকে আবার লোকসান গুনতে হবে। সুতরাং, এটি পর্যালোচনা করে শ্রমিক অধিকার বজায় রেখে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতা দ্বিগুন করতে পারলে দ্বিগুন মজুরি দেয়া সম্ভব হতে পারে। মৃতপ্রায় কারখানার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য বড় ধরণের পুনর্বাসণের উদ্যোগ নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, বিজেএমসিতেও ভারসাম্য বিবেচনা করে মানবসম্পদ কমাতে হবে। এর অধীনস্থ কারখানাগুলোর ঋণের বোঝা কমানোর পরামর্শ দেন তিনি। কাঁচাপাট কেনার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রয়েছে তা অবিলম্বে দূর করার আহবান জানান তিনি।

ড. মোবারক আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশে পাটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় বলে বাংলাদেশে পাটের ওপর একটি পূর্নাঙ্গ মন্ত্রণালয় রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, পলিথিনের কুপ্রভাব বুঝতে পেরেছে বলে বিশ্ববাজার এখন পলিথিন থেকে সরে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। এ ক্ষেত্রে সিনথেটিকের সাথে প্রতিযোগিতায় পাটের টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও পণ্যের মান উন্নয়নে পর্যাপ্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারকে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, লিগনিন্ট ও সেলুলোজের মতো পাটের উপজাতগুলোকেও অর্থনৈতিভাবে ব্যবহারে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীতা রয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পেও এর উপজাত ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।

শহীদুল করিম বলেন, পাট জাতীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণে সমন্বয় করতে হবে, কারন, মিলগুলোতে উৎপাদন মূল্য বেশী হওয়ায় তা স্থানীয় বাজার ধরতে পারছে না।

সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সরকার দেশের মধ্যে একটি বাজার তৈরী করতে চাচ্ছে। এটিকে সম্ভাবনাময় করে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে যে সমস্ত মিল বন্ধ রয়েছে তার বাস্তবতাও বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে দেনা, আর্থিক ক্ষতি, মজুদ, বকেয়া সহ অন্যান্য অনুষঙ্গ বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিজেমএসসির আওতাধীন সহ অন্যান্য বন্ধ পাটকলে নতুন কারখানা বিনির্মাণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোঃ আশরাফ হোসেন বলেন, পাটশিল্পে অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এটির ক্রমাগত অবনতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের অস্তিত্ব ও অধিকারের কথা বিবেচনা করতে হবে।

ঢাকা মহানগরীর রিক্সা-ভ্যানচালকদের জীবনযাত্রা, অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর রিক্সা-ভ্যানচালকদের জীবনযাত্রা, অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও দাবিনামা অনুমোদন সম্মেলন ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মহানগরীর রিক্সা-ভ্যানচালকদের জীবনযাত্রা, অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা এবং উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রস্তুতকৃত খসড়া দাবীনামা অনুমোদন করা, এই বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ এবং ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা গ্রহণ করাই ছিল এই সম্মেলনের মুল উদ্দেশ্য।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা'র সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসানের সঞ্চালনায় সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। দাবিনামা উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর সিনিয়র ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষক খন্দকার আব্দুস সালাম। গবেষণার উপর প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিল্‌স সম্পাদক ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল এর সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম খান নাসিম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, মটর শ্রমিক লীগের সভাপতি ইনসুর আলী, বাংলাদেশ রিক্সা মালিক ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ হারুন অর রশীদ খান এবং রাজধানী রিক্সা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ কে এম গিয়াস উদ্দিন প্রমূখ।

সম্মেলনে বক্তারা রিক্সাচালকদের লাইসেন্স প্রদান, রিক্সা শ্রমিকদের জন্য মানসম্মত থাকার জায়গা, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা,

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

খাবার পানির ব্যবস্থা, নম্বর প্লেটের জন্য সিটি কর্পোরেশনের কাছে আবেদনের বিষয়ে দাবি জানান।

রিক্সাচালকদের লাইসেন্সের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এ কে এম গিয়াস উদ্দিন বলেন, সিটি কর্পোরেশন থেকে চালকদেরকে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে অনীহা প্রকাশ পায়, রিক্সাচালকদের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। মুলত: ক্ষেতে খামারে কাজ করা মজুররাই রিক্সাচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই ক্ষেত্রের শ্রমিকরা প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দ্বারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হলেও রিক্সাচালকদের কোন সংগঠন না থাকায় তাদের অভিযোগ পুলিশ গ্রহণ করে না। এমনকি রিক্সাচালকরা মারা গেলে তাদের লাশ দাফনের জন্য পথচারীদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ঢাকা শহরে কত রিক্সা চলবে সিটি কর্পোরেশন থেকে তা নির্ধারণ করা উচিত। তিনি রিক্সা ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মানবিকতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে রিক্সাচালকদের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে দাবি জানান।

নুরুল ইসলাম খান নাসিম বলেন, ঢাকা শহরে রিক্সাচালকদের সংগঠিত করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা চলে আসছে। এক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকদেরকে একত্রিত হওয়াটা আবশ্যক। বিল্‌স কর্তৃক প্রকাশিত দাবিনামা থেকে মুল বিষয়গুলিকে সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত দাবিনামা প্রস্তুত করে অতিসত্বর প্রকাশের দাবি জানান তিনি।

মোঃ হারুন অর রশীদ খান বলেন, ব্যাটারিচালিত রিক্সাগুলোর কোন মালিক নেই। এই চালকরা থাকার জন্য কোন জায়গা পায় না এবং রিক্সা রাখার জন্য কোন গ্যারেজও পায় না। এই রিক্সাগুলোতে দূর্ঘটনাও বেশি হয়। রিক্সার লাইসেন্স না থাকায় চালকদের তুলনায় মালিকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রিক্সাচালকদের থাকার জায়গার সুপরিবেশ নিশ্চিতকরণের ওপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন।

রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, রিক্সাচালকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটা অধ্যায় থাকলে ভাল হত। রিক্সার ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রিক্সাচালকদের আচরণগত ব্যবহারবিধি, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, মামলা মোকাদ্দমা পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন অবদান রাখতে পারে। এছাড়া, রিক্সাচালকদেরকে হেলথ কার্ড প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আওতায় আনার বিষয়ে দাবি জানান।

এছাড়া সম্মেলনে বিল্‌স এবং স্কপভুক্ত জাতীয় ফেডারেশনসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুপারিশঃ

- ✓ রিক্সা-ভ্যান সহ অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া সহজ করা
- ✓ প্রতিটি রিক্সা গ্যারেজকে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শনের আওতায় আনা এবং নিয়মিত পরিদর্শন করা।
- ✓ ভাড়ার হার নির্ধারণ করে দেওয়া
- ✓ দূর্ঘটনায় হতাহত রিক্সা চালকদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।
- ✓ রিক্সা-ভ্যানের লাইসেন্স করার ব্যবস্থা সহজ করা।
- ✓ রিক্সা-ভ্যান চালকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা
- ✓ রিক্সা-ভ্যানের জন্য মনিটরিং সেল গঠন করা।
- ✓ রিক্সা-ভ্যানের জন্য পার্কিং এলাকা নির্ধারণ করা।
- ✓ রিক্সা-ভ্যান, গ্যারেজ, মেকার ও চালকদের ডেটাবেজ সংরক্ষণ করা।

তরুণ শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করতে গুরুত্বারোপ

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক অধিকার ও তরুণ শ্রমিকের শোভন কাজ শীর্ষক বিল্‌স এর গবেষণাপত্র উপস্থাপন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় "অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক অধিকার ও তরুণ শ্রমিকের শোভন কাজ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ দি ডেইলি স্টার সেন্টারের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ। নির্মাণ, বিউটি পার্লার, অটোমোবাইল, হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং অনলাইন বিজনেস এই পাঁচটি সেক্টরের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় সেখানকার তরুণ শ্রমিকদের শতকরা ৮৮ ভাগের নেই চাকুরির লিখিত চুক্তি, ৮২ ভাগের নেই আইডি কার্ড, ৯৩ ভাগের নেই বুক সার্ভিস, ৬২ ভাগকে বিনা নোটিশে চাকুরিচ্যুত করা হয়, ৬৩ ভাগের ওভারটাইম ভাতা দেয়া হয় না, ৯৮ ভাগেরই ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কে ধারণা নেই। ৬০ ভাগের আয় ১০ হাজার টাকার নিচে। ৩০ ভাগ শিশু শ্রমের অস্তিত্ব এ সমস্ত কর্মক্ষেত্রে রয়েছে এবং সেটি ঝুঁকিপুর্ণ। রেস্টুরেন্ট, নির্মাণ এবং বিউটি পার্লারে শিশুশ্রম রয়েছে। ৪৩ ভাগ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি সম্পর্কে জানেন না এবং ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন নেই।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকটিভিটি প্রকল্পের চীফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার কিশোর কুমার সিং, শ্রম অধিদপ্তরের উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম ফকির, অ্যাকশন এইডের ম্যানেজার নাজমুল আহসান, ভলান্টারি সার্ভিস অর্গানাইজেশন এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক শফিকুর রহমান, ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল এর উপপরিচালক আব্দুল মাজেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, বাংলাদেশ মোটরযান শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি আনোয়ার হোসেন খোকন, ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল প্রতিনিধি আব্দুল আজিজ মুন্সি, অক্সফাম প্রতিনিধি তসিবা কাশেম, কর্মজীবী নারী প্রতিনিধি সানজিদা খাতুন, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য পুলক রঞ্জন ধর, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের দপ্তর সম্পাদক সাহিদা পারভিন শিখা, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদক শহীদুল্লাহ বাদল প্রমুখ।

তরুণ শ্রমিকদেরকে অধিকার আদায়ে তাদেরকে সচেতনতা তৈরিতে প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করে বৈঠকে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী শোভন কাজকে পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারে নি। তারা বলেন, তরুণ শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নয়। এ বিষয়ে তাদের সচেতন করতে সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও নাগরিক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তারা শ্রমিকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক চুক্তি স্বাক্ষর বাধ্যতামুলক করা, আইএলও সনদ ৮৭ ও ৯৮ এর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করা, শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, শ্রমিকদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ও শোভন কাজ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে সমন্বিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, শোভন কাজের ক্ষেত্রে জেন্ডারের বিষয়টি গুরুত্বারোপ করা, নারী শ্রমিকদের জন্য আইনের সুরক্ষা, শিশু শ্রম নিরসন, শ্রমিকদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান, মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ, পেনশনের ব্যবস্থা করা, সকল সেক্টরকে শ্রম আইনের আওতায় আনা, তরুণ শ্রম শক্তিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার বিষয়ে সুপারিশ করেন।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞার সভাপতিত্বে গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম সংবাদ

বিল্‌স/ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন

বিল্‌স ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্প কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রামে বিল্‌স/ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের ২০১৯-২০২১ মেয়াদের কার্যক্রমের উদ্বোধন ও প্রকল্প পরিচিতি সভা ১২ মার্চ ২০১৯ চট্টগ্রামের হোটেল এশিয়ান এস আর এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স/ডিজিবি-বিডব্লিউ প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এর মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, শ্রম ইস্যুতে গবেষক এবং ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধাপক ড. ফসিউল আলম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মু. শাহীন চৌধুরী, বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোকশেদুল আলম, বিল্‌স/এলআরএসসি সেন্টারের সমন্বয়কারী এ এম নাজিম উদ্দিন, সদস্য সচিব মু. শফর আলী, সদস্য তপন দত্ত প্রমুখ। এছাড়া চট্টগ্রামের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, নাগরীক সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিল্‌স মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিল্‌স দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রচার, প্রকাশনা সহ বিভিন্ন একাডেমিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি পূণঃপ্রতিষ্ঠায় বিল্‌স কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের জন্য আইন, অধিকার, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং শোভন কর্মপরিবেশ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ লড়াইয়ে বিল্‌স ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বিল্‌স এর প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সেক্টর প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামে বিল্‌স-লেবার রিসোর্স সাপোর্ট সেন্টারের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সেক্টর প্রতিনিধিদের মতবিনিময় ও পরামর্শ সভা ২৭ মার্চ ২০১৯ চট্টগ্রামের হোটেল এশিয়ান এস আর এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স/এলআরএসসি পরিচালনা কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি তপন দত্তের সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স সম্পাদক ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ম সম্পাদক মু. শফর আলী, বিল্‌স/এলআরএসসি পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিম উদ্দিন, প্যারালিগ্যাল কোঅর্ডিনেটর রিজওয়ানুর রহমান খান, শ্রমিক নেতা মোঃ মছিহউদ্দৌলা, শেখ নুরুল্লাহ বাহার, কাজী আলতাফ হোসেন, আনোয়ারুল হক, মোঃ নুরুল আবছার ভূঁইয়া, মোঃ শরীয়ত উল্ল্যাহ, আব্দুস সবুর, শাহনেওয়াজ চৌধুরী প্রমুখ। সভায় উল্লেখ করা হয় চট্টগ্রামে বিল্‌স কার্যক্রম: ২০১৯-২০২১ এর আওতায় তৈরি পোশাক, নির্মাণ, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, স্বাস্থ্য, রেল ও বন্দর এ ছয়টি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে তিনটি টিম ও তিনটি ব্যাচ গঠনের মাধ্যমে শোভন কাজ , সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক চর্চার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের সাথে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

বিল্স/এলওএফটিএফ প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে এক লবি মিটিং ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের ডেপুটি চিফ ইন্সফেক্টর জেনারেল আব্দুল হাই খান এর সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিসটেন্ট চিফ ইন্সফেক্টর জেনারেল অব ফ্যাক্টরীজ প্রকৌশলী শরীফ মোঃ আজাদ, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্ত, যুগ্ম আহ্বায়ক মু. শফর আলী এবং এ এম নাজিমউদ্দিন, কোষাধ্যাক্ষ রিজওয়ানুর রহমান খান, তথ্য কর্মকর্তা পাহাড়ী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মিটিংয়ে বিল্স নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি জনতা স্টিল মিল ও ম্যাক কর্পোরেশন নামক দুটি ইয়ার্ডে পর পর তিনটি দুর্ঘটনা, আনোয়ারা থানাধীন পারকি চর টুরিষ্ট জোনে ক্রিস্টাল গোল্ড নামক একটি জাহাজ অবৈধভাবে বিচিং ও কাটার পরিকল্পনার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নে শ্রম পরিদর্শন বিভাগের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করেন।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন ও বিল্স এর যৌথ উদ্যোগে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা সভা ১১ মার্চ ২০১৯ হোটেল সেন্টমার্টিন এর সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সাবেক মহাসচিব ও বিল্স মহাসচিব নজরুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের দক্ষিণ এশিয়া অফিসের সম্পাদক অপূর্বা কাইয়ার, ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের শিপ বিল্ডিং এন্ড শিপ ব্রেকিং বিভাগের পরিচালক কান মাৎসুজাকি. শিপ বিল্ডিং এন্ড শিপ ব্রেকিং একশন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাধর রানে, ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের দক্ষিণ এশিয়ার এডুকেশন এন্ড প্রোগ্রাম অফিসার ড. ফাহিমুদ্দিন পাশা, বিল্স সম্পাদক এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক মু. শফর আলী এবং এ এম নাজিমউদ্দিন, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের ন্যাশনাল প্রোজেক্ট ম্যানেজার মিজানুর রহমান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ মহা-পরিদর্শক মোঃ আব্দুল হাই খান, বিএমসিজিটিডব্লিউএফ এর চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি কাজী আলতাফ হোসেন, বাংলাদেশ শিপ ব্রেকিং এন্ড রিস্লাইর্কার্স এসোসিয়েশন এর সচিব মোঃ সিদ্দিকী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, চট্টগ্রামের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডসমূহে বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশের গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তন, ইয়ার্ডসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও প্রচলিত শ্রম আইন কার্যকর সহ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে একটি শ্রমিক বান্ধব ও শোভন ও নিরাপদ শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ। আইন, বিধি মোতাবেক বজ্যমুক্ত জাহাজ আমদানী, আমদানীকৃত জাহাজ থেকে বিষাক্ত গ্যাস-কেমিক্যাল, ও ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত করা, মানবদেহ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের জন্য নেতিবাচক ও ক্ষতিকর উপাদান চিহ্নিত করা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান।

নেটওয়ার্ক সংবাদ

রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় বছর স্মরণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ইস্যুতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-এসএনএফ এর সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান

- রানা প্লাজা ও তাজরীণ সহ সারাদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ভাইবোন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আইএলও কনভেনশন ১২১ এবং মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ১৮৫৫-এর ভিত্তিতে শ্রমিকদের সারা জীবনের আয়ের ক্ষতির ভিত্তিতে ও বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আদালতের আদেশে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণের একটি জাতীয় মানদন্ড তৈরী করতে হবে।
- বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং দায়ীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-এসএনএফ এর উদ্যোগে রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় (৬) বছর স্মরণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ইস্যুতে সংবাদ সম্মেলন ২৩ এপ্রিল ২০১৯ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাগর-রুনি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব সিকান্দার আলি মিনা। আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মোঃ আবু জাফর, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কামরুল আহসান, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ এর সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, ব্লাস্টের উপ-পরিচালক এডভোকেট বরকত আলী, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ডেপুটি ম্যানেজার শুভময় হক প্রমূখ।

সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম নিম্নবর্ণিত দাবীসমূহ তুলে ধরে -

- আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল শ্রমিকের জন্য বীমা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- নির্মাণ, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ ঝুকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শনে দেশব্যাপি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বা ঝটিকা পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং সবার জন্য নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।
- পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি হাসপাতালে বিশেষ ইউনিট ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকল শ্রমিককে বীমার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রের সকল দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে দুর্ঘটনার অবহেলাজনিত বা অন্যান্য সকল কারণ নির্ণয় করতে হবে, তদন্ত রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- বর্তমান শ্রম আইন সংশোধন করে সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

চকবাজার ট্রাজেডির এক মাস স্মরণে এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম এর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে চকবাজার ট্রাজেডির এক মাস স্মরণে এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে ২৩ মার্চ ২০১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চকবাজারের এই দুর্ঘটনায় ২৭ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং এখনও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭ জন আহত শ্রমিক চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে দগ্ধ অবস্থায় যারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন তাদের অনেকেরই শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি নেই, শুধু তাই না এদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

বক্তারা আরো বলেন, এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের এখনও শাস্তির আওতায় আনা হয়নি। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারিভাবে সাহায্য সহযোগিতার অগ্রগতি কতটা সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন দৃষ্টান্ত এখনও প্রতীয়মান নয়।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের মানব বন্ধনে নেতৃবৃন্দ

মানববন্ধনে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম নিম্নোক্ত দাবি জানায়-

- দুর্ঘটনায় নিহতদের ক্ষতিপূরণ ১০ লাখ টাকা নির্ধারণ করা।
- আহতদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- আহত শ্রমজীবী মানুষ ও অন্যান্য স্থানীয়দের ক্ষেত্রে অক্ষমতার মাত্রা বিবেচনা করে তাদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা যা সর্বনিম্ন ৫ লাখ টাকা।
- অতিসত্ত্বর সকল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
- যেসব প্রতিবেশীর বিষয় সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতির মাত্রানুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা।
- দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গকে অতি দ্রুত আইনের আওতায় আনা।
- পুরান ঢাকার আবাসিক এলাকা থেকে অতিসত্ত্বর সকল কেমিকেলের গোডাউন দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে নেয়া।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম, বিল্‌স এবং স্কপভূক্ত জাতীয় ফেডারেশনসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় বছর স্মরণে সাভার রানা প্লাজার সামনে নাগরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও জুরাইন কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় বছর স্মরণে সাভারে রানা প্লাজার সামনে নাগরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্মসূচিতে পুস্পস্তবক অর্পন করছেন নেতৃবৃন্দ

রানা প্লাজা ভবন ধসের ছয় (৬) বছর স্মরণে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল ২০১৯ সাভারের রানা প্লাজার সামনে বিশিষ্ট নাগরিকদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং জুরাইন কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে নেতৃবৃন্দ বলেন, দুর্ঘটনার ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা এখনও নিশ্চিত হয় নি। তারা অবিলেম্বে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দ রানা প্লাজা বিপর্যয়ের দিনটিকে স্মরণে রেখে সারা দেশে

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা জোরদার করার আহবান জানান। এছাড়া দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, দুর্ঘটনা বীমা চালু, আহত শ্রমিকদের পূণর্বাসনে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বপরি তাদের মানসিক ট্রমা থেকে মুক্ত করার আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনার পুণরাবৃত্তি রোধে অবহেলাজনিত কারনসমুহ তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তা জনসমক্ষে প্রকাশেরও দাবী জানান।

সাভারের রানা প্লাজার সামনে নাগরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মোঃ আবু জাফর, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক এবং বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কামরুল আহসান, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আবদুল ওয়াহেদ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব সিকান্দার আলি মিনা প্রমূখ।

জুরাইন কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর যুগ্ম সমন্বয়কারী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, বিল্‌স এর ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল প্রমুখ।

এছাড়া কর্মসূচিসমূহে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম অন্তর্ভুক্ত সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ নেতৃবৃন্দ, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, আওয়াজ ফাউন্ডেশন, কর্মজীবী নারী, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, ব্লাস্ট ও বিল্‌স নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তাজরীন গার্মেন্টস-এর অগ্নিকান্ডের ছয় বছর স্মরণে জুরাইন কবরস্থানে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের উদ্যোগে তাজরীন গার্মেন্টসের অগ্নিকান্ডের ছয় বছর স্মরণে ২৪ নভেম্বর ২০১৮ সকালে জুরাইন কবরস্থানে অগ্নিকান্ডে নিহতদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। জুরাইন কবরস্থানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচী শেষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় ।

মানববন্ধনে বক্তারা তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকান্ডে দায়ী ব্যাক্তিদের দ্রুত বিচার ও হতাহতদের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও আহতদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার দাবি জানান। এছাড়া এ ধরনের দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও মানববন্ধন কর্মসূচিতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, স্কপ এর যুগ্ম সমন্বয়কারী রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল সভাপতি আনোয়ার হোসেন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবুল হোসেন-সহ স্কপ ও বিল্‌স এবং গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ অন্তর্ভূক্ত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-এর সদস্য, শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহ এবং বিভিন্ন গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ছয় বছর আগে ২৪ নভেম্বর তাজরীন গার্মেন্টসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনায় ১১৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এবং বহু শ্রমিক আহত হন।

তাজরীন গার্মেন্টস এর অগ্নিকান্ডের ছয় বছর স্মরণে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের মানববন্ধন

পেশা পরিচিতি:

মৃৎ শিল্প এবং কুমার

বিশ্বজুড়ে প্রত্যেকটি দেশের রয়েছে নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতি। এই শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয়েই পরিচিত হয় সেই দেশ বা জাতি। একেকটি শিল্পের বিস্তারের পিছনে রয়েছে একেকটি দেশ বা জাতির অবদান। তেমনই একটি শিল্প হচ্ছে মৃৎ শিল্প। মৃৎশিল্প" শব্দটি "মৃৎ" এবং "শিল্প" এই দুই শব্দের মিলত রূপ। "মৃৎ" শব্দের অর্থ মৃত্তিকা বা মাটি আর "শিল্প" বলতে এখানে সুন্দর ও সৃষ্টিশীল বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। এজন্য মাটি দিয়ে তৈরি সব শিল্পকে কর্মকেই মৃৎ শিল্প বলা যায়। এই ধরণের কাজের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে কুমার বলা হয়। অতীতে গ্রামের সুনিপুন কারিগরের হাতে তৈরী মাটির জিনিসের কদর ছিলো অনেক বেশী। পরিবেশ বান্ধব এ শিল্প শোভা পেত গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে। গ্রীষ্মকালে মাটির কলসির এক গ্লাস পানি যেন দুর করে দিত সব ক্লান্তিকে। মাটির তৈরী হাঁড়ি-পাতিল, কলসী, ফুলের টব, সরা, বাসন, দইয়ের মালসা, সাজের হাড়ি, মাটির ব্যাংক, শিশুদের বিভিন্ন খেলনা সমগ্রী নানা ধরনের তৈজসপত্র তৈরি করতো কুমারেরা। এক সময় গ্রামে গ্রামে এমনকি শহরেও ঝুড়িতে ফেরি করে মাটির তৈরি জিনিমপত্র বিক্রি করা হত। এখন এ দৃশ্য কালেভদ্রেও চোখে পড়ে না। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ এটেল মাটি, জ্বালানী কাঠ, শুকনো ঘাষ, খড় ও বালি।

মৃৎ শিল্পের ইতিহাস: ইতিহাস অনুযায়ী চীনের বিখ্যাত শহর থাংশান এ মৃৎ শিল্পের জন্ম হয়েছিল। আর এ কারণেই এ শহরটিকে মৃৎ শিল্পের শহর বলা হয়। চীনের অন্যতম প্রাচীন শহর

পেইচিং থেকে ১৫০ কি.মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই শহরটি। এই শহরের পথে-প্রান্তরে, বিনোদন কেন্দ্র বা পার্কগুলোতে মৃৎ শিল্পের বিভিন্ন শিল্পকর্ম দেখতে পাওয়া যায়। থাংশানের মৃৎ শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের সূত্রপাত মিং রাজবংশের ইয়ুং লে এর সময়কালে। এ শহরের রয়েছে প্রায় ৬০০ বছরের ইতিহাস। এখানে নানা ধরনের চীনা মাটির ৫০০টিরও বেশি মৃৎ শিল্প রয়েছে। এখানকার বিভিন্ন রকম মাটির মধ্যে প্রাচীন স্থাপত্য চীনামাটি, স্বাস্থ্যসম্মত চীনামাটি, শিল্পায়ন চীনামাটি, হাইটেক চীনামাটি, শিল্পকলা চীনামাটি ইত্যাদি অন্যতম। আবার এশিয়া মহাদেশের মৃৎ শিল্পের ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রিস্টীয় ১৩ শতকে সং রাজবংশের সময় চীনে তৈরি হতো মাটির তৈরি তৈজসপত্র ও শো-পিস। এগুলোকে বলা হতো 'সেলাডন'। এশিয়ানদের মধ্যে চীনারাই সর্বপ্রথম সেলাডন প্রস্তুত করেছিল। এগুলো প্রস্তুতির পর দেশজুড়ে তো বটেই আশপাশের বিভিন্ন দেশেও ব্যাপক সাড়া পড়ে। ফলে চীনারা এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় সেলাডন রপ্তানি শুরু করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই সেলাডনগুলো তুরস্কের শাসকসহ অন্যান্য শাসক এবং রাজাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য এর পেছনে ছিল এর মৌলিক সৌন্দর্যগুণ।

প্রাচীন শিলালিপি ও পুরাকীর্তিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে জানা যায়, এদেশে উন্নত ও গুণগতমানের মৃৎশিল্প বর্তমান ছিল। পরবর্তী সময়ে শৈল্পিক নৈপুণ্য ও সৃজনশীল ডিজাইনমন্ডিত মাত্রা যুক্ত হয়ে মৃৎ শিল্প বিভিন্ন জাদুঘর ও চারু প্রদর্শনীতে স্থান করে নেয়।

কুমার বিশেষ ধরনের মাটিকে পাত্র তৈরির উপযোগী করে

গৃহস্থালির তৈজসপত্র, খেলনা ইত্যাদি নির্মাণকারী একটি পেশাজীবী শ্রেণি। কুমার হলো এদের বর্ণ নাম। অতীতে মৃৎশিল্প একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। মাটি দ্বারা নির্মিত গৃহস্থালির অসংখ্য তৈজসপত্রের মধ্যে রয়েছে কলসি, হাঁড়ি, জালা, সরাই/ঢাকনা, শানকি, থালা, কাপ, বদনা, ধূপদানি প্রভৃতি। মাটি দ্বারা নির্মিত নানারকম খেলনা এবং তাল, কলা, কাঁঠাল কিংবা আম ইত্যাদি আকৃতির মাটির ব্যাংক পণ্য আধুনিক মেলা বা উৎসবে জনপ্রিয় শিল্পপণ্য হয়ে উঠেছে।

যেভাবে তৈরি করা হয়ঃ প্রাচীন কিংবা আধুনিক যুগের সব কুমাররাই মাটি দ্বারা তৈজসপত্র নির্মাণে সাধারণ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। প্রথমে ভূমি থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে মাটিকে হাত ও পায়ের সাহায্যে বা কাঠের অথবা পাথরের পিটনা দিয়ে থেতলে পাত্র তৈরির উপযুক্ত করে তোলা হয়। এসব কাজের সুসংবদ্ধ ধাপগুলি হচ্ছে কাদামাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, উৎপাদনের জন্য মাটিকে প্রস্তুত করা, পাত্রের আকার ও আকৃতি প্রদান করা, সূর্যের তাপে পাত্রটিকে শুকানো এবং সবশেষে তা আগুনে পোড়ানো ও প্রয়োজনে তাতে রং লাগানো।

প্রাচীনকালে কেবল মাটির সাথে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি মিশিয়ে এবং অতিরিক্ত কোনো উপাদান ব্যবহার না করেই জিনিসপত্র তৈরি করা হতো। এক ধরনের নিখাদ কাদামাটিকে ছোট ছোট খন্ড করে গোলাকার পাত্র বানানো হতো। অনেক সময় কাদামাটিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুতে রেখে আকৃতি প্রদান করা হতো। কুমারের চাকা তুলনামূলকভাবে অনেক পরের আবিষ্কার। আজকের দিনের কুমারেরা প্রায় সবাই চাকা ব্যবহার করে থাকে। অনেক এলাকায় এ চাকাকে বলা হয় চাক। চাকের মাধ্যমে তারা মাটির পাত্রাদির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আকার দিয়ে থাকে।

রোদে শুকানোর পর তা পাঞ্জা বা চুলাতে পোড়ানো হয়। মাঝখানে ক্ষুদ্র কীলকবিশিষ্ট চাকাটির আকার একটি ক্ষুদ্র গোল চাকতির ন্যায়। মাটিতে বসে একজন কুমার এর চারপাশে অনায়াসে হাত ঘোরাতে পারে। চাকটি ঘোরাতে ঘোরাতে যখন পাত্রটি কাঙ্খিত আকৃতি ধারণ করে তখন একে সরিয়ে ফেলা হয় এবং শুকানোর জন্য একপাশে রাখা হয়। গোলাকার গলাবিশিষ্ট সব পাত্রেরই ঘাড় ও কাঁধ চাকার সাহায্যে নির্মাণ করা হয়, কিন্তু দেহের কাঠামোটি নির্মিত হয় হাত দ্বারা। শক্ত মাটি ভিতরে রাখা হয় এবং বাইরে থেকে একটি কাঠের পিটনা দিয়ে পিটিয়ে প্রয়োজনমাফিক আয়তন ও আকৃতি প্রদান করা হয়।

কুমাররা তৈজসপত্র তৈরিতে বেলে ও কালো এঁটেল এ দু ধরনের মাটি ব্যবহার করে থাকে। বেলে মাটির সঙ্গে এঁটেল মাটির অনুপাত ১:২ করে মেশালে শক্ত ও উন্নতমানের মৃৎপাত্র তৈরি করা যায়। লাল রঙের তৈজসপত্র তৈরিতে ভাওয়ালের লালমাটি ব্যবহার করা হয়। সাদা কিংবা কালো রঙের তৈজসপত্র তৈরিতে একই ধরনের মাটি ব্যবহার করা হয়। কালো পাত্র তৈরির ক্ষেত্রে চুলাকে কিছু সময় ঢেকে রাখা হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় চুলার আগুনে খৈল পোড়ানো হয়।

অনেক কুমার তাদের পাত্রের রং নির্বাচন কিংবা চাকচিক্যময় করতে পারে না। তারা পাত্রটি পুড়ে তৈরি হওয়ার পর তাতে রং লাগিয়ে নেয়। লাল সিসা থেকে লাল রং, আর্সেনিক থেকে হলুদ, দস্তা থেকে সবুজ এবং বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণে কালো রং তৈরি করা হয়। মাটির তৈজসপত্র ছাড়াও অনেক কুমার ইট, টাইলস, মূর্তি, পুতুল ও খেলনা প্রভৃতি তৈরি করে থাকে।

গ্রামীণ জনপদে কুমারদের কারখানা একটি দর্শনীয় বিষয়। একই ছাদের নিচে দেখা যায় চুলা, গুদামঘর ও বসবাসের ঘর, দরজার সামনের খোলা জায়গাটুকু ব্যবহৃত হয় কাদামাটি তৈরির স্থান হিসেবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলা নিপুণ মৃৎ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বর্ষাকালে এ সকল স্থান থেকে নদীপথে সারি সারি নৌকা মাটির তৈরি জিনিসপত্র বোঝাই করে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে ছড়িয়ে পড়ে।

এক সময়ের বাংলায় কুমারগোষ্ঠীর উপবর্ণগুলির মধ্যে ছিল বড় ভাগিয়া, ছোটভাগিয়া, রাজমহালা, খাটাইয়া প্রভৃতি। ঐতিহ্যগতভাবে বিষ্ণু হলেন এ বর্ণের প্রিয় দেবতা। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সমমর্যাদা সম্পন্ন হিন্দু শ্রেণির উৎসবাদি থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। এ বর্ণে সামাজিক মর্যাদা মোটামুটি সম্মানজনক। এরা নবশাখ দলের সদস্য হিসেবে পরিগণিত। ব্রাহ্মণ শ্রেণি এদের হাতের পানি গ্রহণ করে। কুমারদের পেশা পারিবারিক ঐতিহ্যনির্ভর এবং নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে কাজ করে।

বর্তমান অবস্থাঃ বাংলাদেশে মৃৎশিল্প ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলছে। আধুনিকতার প্রবল স্রোতে বাংলার প্রাচীন এই শিল্পের সাথে সাথে হারিয়ে যেতে বসেছে এই শিল্পের সাথে বহু বছর ধরে জড়িত মানুষগুলোও। বর্তমান সভ্যতার সাথে পেরে উঠছেনা এই মাটির কারিগররা। আগে মাটির বাসনসহ বিভিন্ন মাটির তৈরী দ্রব্যাদি ব্যবহার হলেও মেলামাইন, এ্যালুমুনিয়াম ও প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এসব আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তারা এই পেশা ছেড়ে এখন অন্যপেশায় নিয়োজিত হয়েছে ব্যাপক হারে। আধুনিকতার নির্মম স্পর্শে এই শিল্পের কদর দিন দিন কমে যাচ্ছে। বলতে গেলে বিলুপ্তির পথে প্রায় এই শিল্প। এই শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা আজ অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। তারা হারাতে বসেছে তাদের নিপুণ শৈল্পীক গুণাবলী। এত কিছুর পরও অনেকে শত কষ্টের মাঝেও বাপ-দাদার ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সময়ের আবর্তনে অন্যান্য বস্তু, যেমন প্লাস্টিক বা ধাতুনির্মিত পণ্যের উদ্ভব ও ব্যবহার মৃৎশিল্পের ব্যাপক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় শুধু দরিদ্ররা মাটির তৈরি সাদামাটা ধরনের সস্তা তৈজসপত্র ব্যবহার করে। শহরের ধনীরা তাদের ড্রয়িং রুমের শো-পিস ও গৃহের অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশনে মাটির পণ্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আমরা প্রতি সংখ্যায় ই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি পাঠকদের সুবিধার্থে। এ সংখ্যায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারাসমূহ তুলে ধরা হলো:

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নিরাপত্তা (গত সংখ্যার পর)

৭৮। বিষ্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস, ধুলা ইত্যাদি।-

(১) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে উত্থিত গ্যাস, ধোঁয়া, বাষ্প বা ধুলা এমন প্রকৃতির বা এমন পরিমানের হয় যে, উহা বিষ্ফোরিত বা প্রজ্জলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে উক্তরূপ বিষ্ফোরণ বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থায় সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় উহা কার্যকর ভাবে ঘিরিয়া রাখিয়া;

(খ) উক্তরূপ ধুলা, গ্যাস, ধোঁয়া বা বাষ্প নিষ্কাশন বা উহার সঞ্চয় নিরোধ করিয়া;

(গ) দহনীয় হইবার সম্ভাব্য সকল উৎস কার্যকর ভাবে ঘিরিয়া রাখিয়া।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি এমনভাবে নির্মাণ করা হয় নাই যাহাতে ইহা উক্তরূপ বিষ্ফোরণের ক্ষেত্রে উৎপন্ন সম্ভাব্য চাপ সহ্য করিতে পারে সেক্ষেত্রে উক্ত প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতিতে চোক, বেফল্‌স, ভেন্টস বা অন্য কোন কার্যকর যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা করিয়া উক্ত বিষ্ফোরণের বিস্তার বা প্রভাব রোধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতির কোন অংশ কোন বিষ্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস বা বাষ্প স্বাভাবিক বায়ু চাপ অপেক্ষা অধিক চাপে থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত অংশ নিম্নলিখিত পন্থা ব্যতীত খোলা যাইবে না, যথাঃ-

(ক) উক্ত কোন অংশের ঢাকনার মুখের সঙ্গে সংযুক্ত কোন পাইপের সংযোগ খুলিয়া দেওয়ার পূর্বে উক্ত অংশে কোন গ্যাস বা বাষ্প প্রবেশ অথবা উক্তরূপ পাইপ ষ্টপ-বালব্ দ্বারা বা অন্য কোন পন্থায় বন্ধ করিতে হইবে;

(খ) উক্তরূপ কোন বন্ধন অপসারণ করিবার পূর্বে উক্ত অংশের অথবা পাইপের গ্যাস বা বাষ্পের চাপ স্বাভাবিক বায়ু চাপে কমাইয়া আনার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন বন্ধন শ্লথ বা অপসারণ করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে কোন বিষ্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস অথবা বাষ্প উক্ত অংশে অথবা পাইপে, বন্ধন শক্ত করিয়া বাধা না হওয়া পর্যন্ত এবং নিরাপদ ভাবে প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, প্রবেশ নিরোধ করিবার জন্য সর্ব প্রকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি খোলা মাঠে স্থাপিত হয়, সেক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্ল্যান্ট, আধার বা চৌবাচ্চাতে কোন বিষ্ফোরক বা দাহ্য পদার্থ থাকে বা কোন সময় ছিল, সে ক্ষেত্রে উহাতে তাপ ব্যবহার করিয়া কোনরূপ ঝালাই বা কাটার কাজ করা যাইবে না, যদি না উক্ত বস্তু বা ধোঁয়া অপসারণ অথবা অদাহ্য বা অবিষ্ফোরক অবস্থায় রূপান্তর করার জন্য প্রথমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এবং উক্তরূপ কোন পদার্থ উক্ত প্ল্যান্ট, আধার বা চৌবাচ্চায় উক্তরূপ কোন কাজ করার পর প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট ধাতু উক্ত বস্তুকে দাহ্য করার বিপদ রোধ করার মত যথেষ্ট ঠান্ডা হয়।

৭৮ক। ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা।-

(১) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতীত কাউকে কর্মে নিয়োগ করিতে পারিবেনা এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহের পর উহা ব্যবহার করা না হইলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ দায়ী হইবেন।

(৩) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি নিশ্চিত করণের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করিতে হইবে। (২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা প্রতি স্থাপিত)

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net

www.bilsbd.org

সহযোগিতায়: Mondiaal FNV